রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ ১৩৫২

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:

সেন রায় এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল

প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৪, বাগমারি রোড, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীমাণিকলাল দত্ত

২৪, বাগমারি রোড, কলিকাতা।

সূচী

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৩৩।৩৯

ভূমিকা

১

ভারতীয়, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব, সংস্কৃতিতে রায় রামানন্দের বিশিষ্ট স্থানের কথা বলা পণ্ডিত সমাজে সুপরিজ্ঞাত তত্ত্বের পুনরুক্তি করা মাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাতের কথা কবিরাজ গোস্বামীর হাতে নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে সার্বভৌম তাহার জন্য মহাপ্রভুকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নির্বন্ধাতিশয় ছিল, মহাপ্রভু যেন অতি অবশ্য রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন, কারণ রামানন্দ রসিক, পণ্ডিত, ভক্ত, সকল দিক দিয়াই অগ্রগণ্য।

তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে,
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে।
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে,
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে।
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে ;
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে।
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন ;
পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম।
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস, দুহেঁর তিহোঁ সীমা,
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা।

তাহার পর দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইল, দেখিতে পাইলাম, তেজঃপুঞ্জকায় মহাপ্রভু পর্যটনক্রমে গোদাবরী তীরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; তিনি তীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ঐশ্বর্যপরিচায়ক পরিকরে পরিবৃত হইয়া বিদ্যানগরের অধিবাসী স্নানার্থ সেখানে আসিতেছেন। পরস্পর পরস্পরকে

দেখিলেন, রামানন্দ সন্ন্যাসীর চরণে নত হইলেন, তাহার পর চরিতামৃতে বর্ণিত সেই রসঘন আলাপ—'এহো বাহ্য, আগে কহ আর'—রামানন্দের মুখ দিয়া মহাপ্রভু গুহানিহিত ধর্মরহস্য বাহির করিয়া বিবৃত করিয়া লইলেন। দীনতার প্রতিমূর্তি শ্রীচৈতন্য বলিয়া বেড়াইতেন, রামানন্দের নিকট হইতে তিনি অনেক শিখিয়াছেন, এবং সে কথা প্রদ্যুম্ন মিশ্র, বল্লভ ভট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিতকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

রামানন্দ রায় মহা ভাগবত প্রধান।
তেঁহো জানাইল—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থশিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার॥
* * * * * * * *
এ সব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ॥

রামানন্দের পিতা ভবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন,

তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন;
* * * * * * * *
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র।

আদি লীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে, নরেন্দ্র সরোবরে মহাপ্রভু জলক্রীড়ায় রত; তাঁহার প্রিয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত—

পাত্র শ্রীপরমানন্দ রায় রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ॥

অন্ত্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়।

আবার মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাঁহার সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতেছেন—

তুমি সার্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায়॥

অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

পূর্বে উদ্ধৃত 'রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র', ইহাই উভয়ের চিন্তা ও সাধনার নৈকট্য সূচিত করিতেছে। জগতের মধ্যে যে 'সাড়ে তিন জন' লইয়া রাধিকার গণ, তাহার মধ্যে রায় রামানন্দ একজন (চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)। রামানন্দের এই গুণের জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন, তাঁহার 'অপ্রাকৃত দেহ'—প্রকৃতির স্পর্শেও চিত্তবিকার হয় না। মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যান, তখন রেমুনা পর্যন্ত রামানন্দ ছিলেন তাঁহার সঙ্গী। তখন 'কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে' (চরিতামৃত, মধ্য, ১৬)। আর পুরীধামে রায় ছিলেন মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী, স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় সরস গীত ও শ্লোক আস্বাদনে তাঁহার দিন রাত্র কাটিত।

এক দিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে ;
অর্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয় ;
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ;
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।

(চরিতামৃত, অন্ত্য, ১৭)

চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার শেষ কয় পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী হইয়া আছেন—'মহাভাব রসরাজ দুঁহে একরূপ' রায় রামানন্দ ভিন্ন আর কে বুঝিবে? কবিরাজ গোস্বামী তাই অতি

সংক্ষেপে অথচ অতি মনোহর ভাবে বৈষ্ণব সংস্কৃতির মধ্যে রামানন্দের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন—

সহজে চৈতন্য চরিত্র ঘন দুগ্ধপুর ;
রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর।
রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন,
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন।
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে ;
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে।

রাধাকৃষ্ণলীলার বিশুদ্ধি ও সৌরভ রামানন্দের সুমিষ্ট রসাল শ্লোকে গীতে নাটকে প্রকট হইয়াছে, চৈতন্যচরিত্রে তাহা জগতের দৃষ্টিগোচর হইয়া ভাগ্যবান্দের আস্বাদ্য হইয়া তাহাদের চরম উন্নতি সাধন করিতেছে।

'পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস, দুহেঁর তিহেঁা সীমা।'—রামানন্দের সম্বন্ধে এই উক্তি যেমনই সম্পূর্ণ তেমনই সারগর্ভ। মণিকার যেমন মণি চিনিতে পারেন, শ্রীচৈতন্য তেমনই রামানন্দের মধ্য হইতে রাগানুগা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া প্রকাশ করিলেন। রামানন্দের মধ্যে চৈতন্য দর্শনের পূর্ব হইতেই ইহা ছিল। তাঁহার 'পহিলহি রাগ' পদ চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রাচীনতম পদসংগ্রহেও আছে। তাঁহার জগন্নাথবল্লভ নাটক ও পদ্যাবলীতে ধৃত 'নানোপচারকৃতপূজনমার্তবন্ধো—' তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসের সূচনা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও বহু রচনা আছে, এমন কথা অনেক দিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম। বহুদিন পূর্বে উড়িষ্যাপ্রবাসী জনৈক বৃদ্ধ বাঙ্গালী কাষ্ঠব্যবসায়ীর সহিত পরিচয় হয় ; নিতান্তই পথের পরিচয়, মনে পড়ে তাঁহার নাম শশী মজুমদার, বৌবাজার হুজুরীমল লেনের কাছে বাসা। তিনি শুধু কাঠের

ব্যাপারী ছিলেন না, রসঘন বৈষ্ণবধর্মেরও অনুসন্ধিৎসু ও রসজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় বুঝিয়াছিলাম, উড়িষ্যায় এখনও রায় রামানন্দের বহু পদ আছে, এবং তিনি সেগুলির সন্ধানে আছেন। পরলোকগত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ও একবার এই ধরণের কথা বলিয়াছিলেন; সাহিত্যসম্মেলনের কোনও অভিভাষণেও এরূপ ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে তাই উড়িষ্যার সুপরিচিত কংগ্রেসকর্মী ও সাহিত্যিক শ্রীসূর্যনারায়ণ দাস যখন আমার নিকট উড়িয়া পুথি ও উড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়ে আলোচনা করিতে আসেন, তখন কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উড়িষ্যায় রামানন্দ রায়ের কোনও পদের অস্তিত্ব তিনি জানেন কি না। ভাগ্যক্রমে তাঁহার নিকটে উড়িয়া অক্ষরে একখানি পুথি ছিল, তিনি আগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে দেন। পুথিখানি উড়িষ্যার বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ভাগীরথি মহাপাত্রের জগৎসিংপুরের বাড়িতে কেহ দিয়া আসিয়াছিল— অর্থের পরিবর্তেই হউক আর যে কারণেই হউক। পুথিখানির ভণিতায় রায় রামানন্দের নাম আছে, এবং শেষে আছে—এ নিত্য দণ্ডাত্মক লীলা সম্পূর্ণ হইলে। অধমজনার্দ্দনঙ্কু শ্রীপ্রভু উদ্ধারিলে। এ পোথি জনার্দ্দন মহাপাত্রঙ্কু প্রগণা গণ্ডি তোখাচাটরা শ্রীসোমনাথ গোসাঁই লিখিতং হাড়িবন্ধু।

সেই হইতে সূর্যনারায়ণ বাবু অপেক্ষা করিয়া আছেন, আমি এই পদাবলী প্রকাশ করিবার একটা ব্যবস্থা যদি করিতে পারি এই ভরসায়। নানারূপ বিপর্যয়ে বিলম্ব হইল; পুথির পাঠোদ্ধার, ইহার শুদ্ধিবিচার, পদরচয়িতা সত্যই শ্রীচৈতন্যসহচর কিনা তাহার আলোচনা, ছাপানো উচিত কি না এই ভাবনা, সন্দেহ ও আলোচনা—সকল ব্যাপারেই সময় লাগিয়াছে; তাহার উপর রহিয়াছে নিজের অজ্ঞতা ও কার্যান্তরে মনোযোগ। পদগুলির রচয়িতা কে, তাহা নির্ণীত হইবার পূর্বে এরূপ পুথি ছাপাইবার

জন্য কাহারও দ্বারস্থ হওয়াও সঙ্গত মনে করি নাই; নিজেই ব্যয়ভার বহন করিয়াছি, প্রকাশে বিলম্বের ইহা অন্যতম কারণ।

৩

পদগুলির প্রামাণ্য, অর্থাৎ এগুলি বাস্তবিকই চৈতন্যসহচর রামানন্দ রায়ের লেখা কিনা তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিবে। বন্ধুদের সঙ্গে কিছু কিছু বিচার করিয়াছি। সম্ভাব্য আপত্তিগুলি আলোচনা করিলে দাঁড়ায় এই:

(ক) ইহার ভাষা আধুনিক ; বাংলা ও উড়িয়ায় মিশামিশি ভাষা।

(খ) ইহার ছন্দ আধুনিক ; চৈতন্যদেবের সমকালীন নহে। এই ধরণের ত্রিপদী ছন্দ তখন ছিল কিনা সন্দেহ।

(গ) দণ্ডাত্মিক লীলার যে বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা দুর্লভ।

(ঘ) পুথির মধ্যে গোবিন্দলীলামৃত হইতে মাঝে মাঝে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ; গোবিন্দলীলামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা, সুতরাং এই পদগুলির রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্তী—হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

আপত্তিগুলির বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

(ক) পুথিখানি উড়িয়া লিপিতে লিখিত। ভাষার মধ্যে কিছু ব্রজবুলি, কিছু বাংলা, কিছু উড়িয়া, মিশিয়া গিয়াছে। লিপির কাল-নির্ণয় এ বিষয়ে প্রামাণ্য নহে। পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র বহুদিন ধরিয়া উড়িয়া পুথি ঘাঁটিতেছেন, তাঁহার মতে পুথিখানি ১২৫ বৎসরের হইবে ; সুতরাং—যদি লেখক মহাপ্রভুর সমকালীন হন, তবে ইহা বহু লিপিকরের হাত দিয়া আসিয়াছে। ভাষার বিশুদ্ধি ইহাতে নিশ্চয়ই আশা করা যায় না। আমাদের হস্তলিখিত পুথি কয়খানিই বা সুপ্রাচীন আছে? পুথি একখানিই পাইয়াছি, যদি আরও কয়েকখানি পুথি পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে পদগুলির প্রামাণিকতা বাড়িত, পাঠোদ্ধারও অধিক

শুদ্ধ হইত। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও পণ্ডিতগণের সাহায্যে আরও পুথি পাওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু একখানি পুথি পাওয়া গেলেও গ্রন্থের প্রামাণিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না, প্রাচীন গ্রন্থের প্রাপ্তির ইতিহাসে ইহা একাধিকবার দেখা গিয়াছে। যতদূর জানি, মুরারী গুপ্তের কড়চার একখানি পুথি পাইয়াই ছাপান হইয়াছিল; গোবিন্দ দাসের কড়চার মূলও একখানিই ছিল; চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বহুদিন পর্যন্ত একখানি পুথিরই উপর নির্ভর করিয়া ছিল; আজও তাহার দুইখানি সম্পূর্ণ লিপি নাই। সুতরাং ভাষার অশুদ্ধি খানিকটা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় না।

অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছেন যে রায় রামানন্দ যে বাংলা বা ব্রজবুলিতে রচনা করিতে পারিতেন ইহা আদৌ বিশ্বাস করেন না, এমন কি 'পহিলহি রাগ' যে রামানন্দ রায়ের লেখা, তাহাতেও সন্দেহ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মহাশয়ের লেখা হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করি।*

The absurdity is carried not only to the length of attributing a Bengali (or rather Brajabuli) song (pahilahi raga, also quoted in the same connection in Kavikarṇapūra's kavya ; and under Rāmānanda Rāya's bhaṇitā in *Padakalpataru* no. 576) to Ramananda, but also to the citation by Rāmānanda…

---

* *Vaisnava Faith and Movement*, p. 70. f. n. 2.

যাহার প্রসঙ্গে এই বাক্যটি দিলাম, সেই মূল বাক্যটি হইতেছে এই—In the course of the conference the interlocutors quote and discuss, with the evident relish and precision of trained theologians, texts from the works of Rupa, Sanatana and Jiva, and even from Krishnadasa's own *Govinda-lilamrta*, all of which had not yet been written.

কিন্তু absurd কেন? মহাপ্রভুর সমসাময়িক উড়িয়া পণ্ডিত ও কবিদের মধ্যে ব্রজবুলিতে রচনা কি এতই অসম্ভব ব্যাপার? শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভুর স্বনামধন্য বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সংস্কৃতভাষায় তাহার টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত এই সংগ্রহের (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৫ সাল) ১৯২—১৯৪ পৃষ্ঠায় চম্পতি কবির তিনটি পদ আছে; রাধামোহন ঠাকুর টীকায় এইভাবে কবিপরিচয় দিয়াছেন—শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রঃ চম্পতিরায়নামা মহাভাগবত আসীৎ স এব গীতকর্তা। চম্পতিরায়ের এই তিনটি পদের শেষেরটির ভণিতা—

আনল অধিক মো তনু দহই রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব তব মিলব হরি সঙ্গে॥

রাধামোহন ঠাকুর রামানন্দ রায়ের 'পহিলহি রাগ'কেও নিজসংগ্রহে সাদরে স্থান দিয়াছেন। উড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে মাতৃভাষার মত অন্যভাষায়ও রচনা করিয়াছেন, বা অন্যভাষারও যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এমন সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত একাধিক পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর সময়ে, তাহার কিছু পূর্ব হইতেই এবং তাহার বহুদিন পর পর্যন্ত—প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত—উড়িষ্যাবাসীর পক্ষে বাংলা বলা, ও পড়া, কঠিন ছিল না। বাংলা পদ উড়িষ্যাবাসী বৈষ্ণবভক্তেরা প্রাদেশিকতার কথা না ভাবিয়াই গাহিতেন, কয়েক বৎসর পূর্বেও বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বাংলা ভাষায় লিখিত নোটবহি পড়িয়া শিখিবার যাহা তাহা শিখিত। পদামৃত-সমুদ্রে ধৃত চম্পতিরায়ের আর একটি পদ নীচে দিলাম; ইহা হইতেই রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী যাহা এখন প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি তাহার ভাষা সম্বন্ধে শুদ্ধিঘটিত প্রশ্নের উত্তর খানিকটা মিলিবে।

মাথুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
বড় মনে সাধ লাগে কানু দেখিবারে॥

আর ও গোকুলচান্দ না করিব কোলে।
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ হেলে ॥
ওপারে বন্ধুর ঘর বৈশে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি ॥
পাষাণেতে দিয়া কোল পাষাণ মিলায়।
আগুনেতে দিয়া ঝাঁপ আগুনি নিভায় ॥
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সিঁচি না টুটে পাথার ॥
কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন দেশ।
চম্পতি পতি বিনু তনু ভেল শেষ ॥

এই পদ মহাপ্রভুর সমসাময়িক একজন উড়িয়া ভক্তের লেখা, ইহা হইল খাঁটি কথা। সুতরাং 'উড়িয়া ভক্তগণ বাংলাভাষা বা ব্রজবুলিতে রচনা করিতে পারেন না' বা তাঁহাদের মুখে বাংলা বা ব্রজবুলির পদ দেওয়া absurd, অদ্ভুত, এরূপ মন্তব্য যুক্তিসহ নহে। এ বিষয়ে পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতই সমীচীন। তিনি বলিয়াছেন, 'শ্রীমহাপ্রভুর উড়িষ্যার নীলাচলে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে সেখানে অসংখ্য বাঙ্গালী ভক্তদিগের যাতায়াত ও অবস্থান হেতু ব্রজবুলী ও বাংলা কীর্তন পদাবলীর বহুল প্রচার এবং প্রাচীন উড়িয়া ভাষার সহিত প্রাচীন বাংলার অধিকতর সাদৃশ্য হেতু শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত উড়িষ্যাবাসী কবি চম্পতির পক্ষে খাঁটি বাংলা ও বাংলামিশ্রিত ব্রজবুলীভাষায় পদ রচনা করা এমন অসম্ভব মনে হয় না।'*

(খ) ইহার ছন্দ কতটা প্রাচীন, কতটা বা আধুনিক? পয়ার ছন্দের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহার ত্রিপদী ছন্দ দেখিয়া কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরে

* শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড (পরিশিষ্ট), ভূমিকা: ১১৩ পৃঃ।

বলি, একথা ভুলিলে চলিবে না যে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদ তখন লোকের মুখে মুখে ফিরিত ; রায় রামানন্দ তাঁহাদের ভাবে মাতোয়ারা ছিলেন, তাঁহাদের ভাষাও তাঁহার মজ্জাগত হইয়াছিল, তাঁহাদের ছন্দও তিনি মনেপ্রাণে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নূতন এমন কোনও ছন্দ এই পদগুলির মধ্যে নাই, যাহা একেবারে আধুনিক বলা যাইতে পারে। মিল হিসাবেও 'প্রবেশিল' ও 'মিলল', 'করি' ও 'হেরি', 'ছলে' ও 'মেলে', 'মণ্ডপে' ও 'উদ্দীপিতে', 'ততকালে' ও 'লোকাচলে' নিশ্চয় আধুনিকদের অনুমোদিত হইতে পারে না। পদগুলির মধ্যে বিস্তর 'র' ও 'ল'এর মিল ; 'রলয়োরভেদঃ' বলিয়া তাহাদের গ্রহণে আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে উড়িয়ায় দুইটি 'ল' আছে, তাহাদের একটি 'ল' উচ্চারণে 'মূর্ধন্য', অর্থাৎ 'ড়'-এর কাছাকাছি।

(গ) 'দণ্ডাত্মিক লীলার যে বর্ণনা এখানে পাওয়া যায় চৈতন্যযুগে তাহা দুর্লভ'—এই মন্তব্য যদি স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, তাহা হইলেও ইহার প্রাচীনত্বের ব্যাঘাত হয় না। এত দিন ধরিয়া আলোচনা সত্ত্বেও আমাদের বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান পর্যাপ্ত নহে ; যদি এই পদগুলি প্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ সত্যই যদি এগুলি শ্রীচৈতন্যসহচর রামানন্দ রায়ের রচনা হয়, তবে এগুলিই মূল হইতে পারে, পরবর্তী কবিরা হয়তো ইহা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুরের কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী সম্ভবতঃ গোবিন্দলীলামৃতকার কৃষ্ণদাসের (?) জানা ছিল ; ডক্টর সুশীলকুমার দে গোবিন্দলীলামৃত সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে ইহার দণ্ডাত্মিকত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—We have already noted

that the work was composed, as the author himself tells us (xxiii. 94), on a hint supplied by Rūpa Gosvāmin in a work, entitled *Smarana-mangala* ; but it is not clear if Krishnadāsa also knew Kavikarṇapūra's *Krsnahnika-kaumudi.* Probably he knew it ; for he certainly utilised Kavikarṇapūra's biographical poem and drama in his Bengali biograhy of Caitanya.* স্মরণমঙ্গল তো নিশ্চয়ই জানা ছিল, কারণ স্মরণমঙ্গলের কয়েকটি শ্লোক গোবিন্দলীলামৃতের মধ্যে প্রকট রহিয়াছে। স্মরণমঙ্গল বীজ, গোবিন্দলীলামৃত মহা মহীরুহ, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভুত। স্মরণমঙ্গলকার রূপগোস্বামী রায় রামানন্দের সমসাময়িক। সুতরাং রায় রামানন্দের সময়ে দণ্ডাত্মিক বা অষ্টকালীয় লীলার কথা লোকসমাজে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। রামানন্দ রায় ভণিতাযুক্ত এই সব পদের মধ্যে 'দণ্ডাত্মিক লীলা' আছে, সুতরাং এগুলির রচয়িতা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক,' এইরূপ যুক্তি তাই একেবারেই অচল।

(ঘ) 'আচ্ছা, না হয় মানিলাম এই পদগুলির ভাষা ও ছন্দ অর্বাচীন— এ যুক্তি বিচারে টিকিবে না, অষ্টকালীয় লীলা রূপগোস্বামী বা রায় রামানন্দের রচনা হওয়াও না হয় সম্ভব, কিন্তু পুথির মধ্যে মধ্যে যে গোবিন্দলীলামৃত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা আছে, তাহা তো ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ? গোবিন্দলীলামৃত অপূর্ব কাব্য ; ইহার রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; সুতরাং যে

* *Vaisnava Faith and Movement*, p. 459.

পুথিতে ঐসব উদ্ধৃতি আছে তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্তী। এই রামানন্দ ভণিতাযুক্ত পদাবলীর রচয়িতা নিশ্চয়ই তবে অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ?'

কিন্তু এই যুক্তি অভ্রান্ত নহে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, মূল পুথিতে সংস্কৃত শ্লোকগুলি অত্যন্ত অশুদ্ধ অবস্থায় ছিল, এবং তাহাতে গোবিন্দলীলামৃতের কোনও উল্লেখ ছিল না ; উল্লেখগুলি ও শ্লোকের স্থাননির্দেশ পরে আমিই করিয়াছি। আমরা যেমন নানা গ্রন্থে যাহা পড়ি তাহা হইতে তুলনীয় অংশ নিজের নিজের গ্রন্থে লিখিয়া রাখি, এ পুথির লেখকও তেমন ভাবেই, অর্থাৎ parallel passage quote করার মতই, এই শ্লোকগুলি লিখিয়াছেন, এমনও হইতে পারে। মূলে মোট ২৪টি শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে ২২টি গোবিন্দলীলামৃত হইতেই লওয়া। তাহাদের স্থান নির্দেশ এইরূপ : ১।১১, ১।১৩, ১।৩৪, ১।২৩, ১।১০৭, ১।১৮০, ১।৮২, ২।৮, ২।১২, ২।৫৭, ২।৫৪, ২।৫৬, ২।৭২, ২।৩৬, ২।৪০, ২।৫৮, ৫।১, ৮।১, ১৯।১, ২০।১, ২১।১, ২২।১—ভাবের কোনও অনুক্রম নাই ; তাই লিপিকার বাছিয়া বাছিয়া সমভাবনার কথা বলিয়া সমভাবনার কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার ; যে ২২টি শ্লোক গোবিন্দলীলামৃত হইতে গৃহীত তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৭টি স্মরণমঙ্গল হইতে লওয়া।

পুথির প্রারম্ভে অনেক কিছু লেখা আছে, একটা তালিকার মত ; তাহার মধ্যে অনেক উপাখ্যানের নামও আছে, নীচে দিলাম—

শ্লোকবন্দনা	পন্দরতিথি	রাএরামানন্দক বেলা
সন্ন্যাস	চন্দ্রাবতীমিলন	শ্যামবিরহ
কলঙ্কভঞ্জন	যোগিবেশ	বংশী চুরি

রবিবার	কাঙ্গালিনী বেশ	পাশাখেল
সোমবার	নবম যশ	সুবলমিলন
গুরুবার	জটীলা অভিসার	চৈতন্যকৃষ্ণ
শুক্রবার	কুঞ্জপড়া	অবতার
শনিবার		

দুধবেচা	গোবর্দ্ধনধারণ	কজ্জর্ণলী শ্লোক	কা—কামিলন
নিত্যানন্দ চৈতন্য সর্ব প্রতি	কালীয়দমন	তালপ্রমাণ শ্লোক	বংশী-অনুরাগ
	দধিভঞ্জম	রঙ্গহোরি	বাঈমোহন শ্যামবিরহ
মৃদঙ্গ শব্দ	বস্ত্রহরণ	বসন	রঙ্গহাহাস
গোপীমানঙ্ক রেখা	দূতিকামিলন	বংশীবিরহ	বনবেহার
কীর্তন আরম্ভ রেখা	উজ্জল নীলমণি	শোভনবংশবেশ	নরোত্তমঠাকুরঙ্ক
ঝাঙ্গ মৃদঙ্গ জন্ম	শ্যামাবেশ		প্রেরণা
হরিজন্ম			

সুতরাং লিপিকারের পক্ষে গোবিন্দলীলামৃত হইতে তুল্যভাববোধক শ্লোক তাঁহার এই সংগ্রহ পুথিতে তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব তো নহেই, প্রত্যুত খুবই সম্ভব।

প্রসঙ্গত গোবিন্দলীলামৃতের লেখক কে, সে কথা আসিয়া পড়ে। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে (১৯২৮, নভেম্বর) আলোচনা করিয়াছেন। কাব্যের প্রতি সর্গের অন্ত্য শ্লোকের অনুরূপ শেষ সর্গের সমাপ্তিসূচক শ্লোক এই—

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ-শ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসংগোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽয়ং রজনীবিলাসবলিতঃ পূর্ণস্ত্রয়োবিংশকঃ॥

ইহার মধ্যে কৃষ্ণদাসের নামগন্ধ কোথাও নাই। কিন্তু ঐ শেষ অর্থাৎ ত্রয়োবিংশ সর্গেই একটি শ্লোকে (চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন ৯৫ সংখ্যক, ডক্টর সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন ৯৪ সংখ্যক ; ভিন্ন ভিন্ন পুথি দৃষ্টে কি না জানি না) কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া যায়—

পাদারবিন্দভৃঙ্গেন শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ।
কৃষ্ণদাসেন গোবিন্দলীলামৃতমিদং চিতম্‌ ॥

সুতরাং চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে ইহা কৃষ্ণদাসবিরচিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিয়াছেন, যদুনন্দন ইহার যে বাংলা অনুবাদ করেন তাহাতে, এবং গোবিন্দলীলামৃতের সদানন্দবিধায়িনী টীকায়, কৃষ্ণদাসবিরচিত বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। তৃতীয়তঃ, বৈষ্ণব সমাজে কিংবদন্তী—the book is quite well-known among the Vaiṣṇavas of Bengal as the work of Kṛṣṇadāsa। চতুর্থতঃ, বহরমপুর হইতে প্রকাশিত গোবিন্দলীলামৃতের সংস্করণে কৃষ্ণদাসলিখিত বলিয়াই ইহার উল্লেখ আছে, এবং এই কৃষ্ণদাস নিশ্চয় চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

কারণচতুষ্টয়ের বিচার করিয়া দেখা যাক।

উপরে উদ্ধৃত গোবিন্দলীলামৃতের অন্ত্য শ্লোক 'শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ-শ্রীরূপসেবাফলে—' হইতে সংস্কৃতপুথির বর্ণনাপঞ্জী রচয়িতা এগলিং কিন্তু মনে করিতেন, উহা রঘুনাথ ভট্টের লেখা। ডক্টর সুশীলকুমার দে মনে করেন, এগলিং ভ্রান্ত ; তাঁহার মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'composed *Govinda-līlāmṛta*, a poem in 23 cantos (comprising 2488+23-2511* verses) on the Līlā of Rādhā and Kṛṣṇa. It *(sic)* written in accordance with the indication of Rūpa Gosvāmin (xxiii, 94) and deals with

* শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ২৫৮৮ শ্লোক ! (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ৩০২ পৃঃ) আশা করি, ভিন্ন পুথি দৃষ্টে নয়, নিছক লিপিকরপ্রমাদ।

the Asta-kālīya Līlā, or sports and pastimes of Krsna according to the different parts of the day, beginning from morning to the end of the night.......... In this work, as in his *Caitanya-caritamrta*, a reverential mention is made of the Vrndāvana Gosvāmins, including Raghunātha-dāsa and Raghunātha-bhatta, to whom the poem is sometimes wrongly ascribed.'
তাহার পর পাদটীকায় আছে—Eggeling *op. cit.*, vii, p. 1460, no. 3878-1171; *Descriptive Catalogue* of Calcutta Sanskrit College Library, vol. X, p. 41, no, 32. See *Ind. Ant.*, Nov. 1928, p. 208. On the confusion of authorship of Bengali Vaisnava works see ABORI, ix, p. 117. (The *Krsna-Karnamrta* of Silāsuka, Introd., pp. lvi—lvii.)

ABORI ix ঠিক reference নয়, ABORI x হইবে। যাহা হউক, বাংলার বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রকৃত লেখক কে তাহা লইয়া সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি অনিশ্চয়তা যে আছে, এবং বৈষ্ণবসমাজের কিংবদন্তী এবিষয়ে যে অভ্রান্ত নহে, সে বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধে ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের Annals-এ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—

A good deal of controversy in found to have centered round the authorship of a number of works—specially those of Rūpa, Sanātana and Jīva. Several instances of this kind of confusion have already been noted by Dr. S. K. De in his *Studies in the History of Sanskrit Poetics* (Vol. I, p. 255, f. n. 3). We may here point out some more instances. *Hamsaduta*, generally known to be a work of Rūpa, is found to have been attributed to Jīva (cs. Vol. VI, No. 162) and also to one Devadāsa in a Ms. of the work and a commentary of it in the Dacca University (which I had occasion

to use). The *Vaisnavatosini*, a commentary on the tenth Book of the *Bhagavata*, believed to be a work of Sanātana, is also ascribed to Jīva and Rūpa (Aufrecht I, p. 4026, II. p. 917). The *Harinamamrta-Vyakarana*, supposed to be a work of Jīva, is attributed to Rūpa (Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the A. S. B.—Gram.—R. L. Mitra—p. 70). But the names of the real authors may be gathered from an elaborate account of the literary activities of Rūpa, Sanātana and Jīva given by Jīva himself at the end of his *Laghutosani*—a commentary on the *Vaisnava-tosini*. *

কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে গোবিন্দলীলামৃতের নাম বিজড়িত থাকিবার মূলেও এই ধরণের একটা অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে ; সুতরাং প্রকৃত লেখক কে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ তাঁহার টীকাই যখন বৈষ্ণবসমাজে ঐ গ্রন্থকে পরিচিত করিয়া প্রচার করিল, তখন পাঠকদের মনে মূল গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থকাররূপে তাঁহার নাম জড়িত থাকিতেও পারে।

চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রথম ও তৃতীয় কারণ দুইটি আলোচনা করা গেল ; দ্বিতীয় কারণটি এবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

যদুনন্দনকৃত গোবিন্দলীলামৃতের ভাবানুবাদের শেষে আছে—

শ্রীকৃষ্ণদাস গোঁসাই কবিরাজ দয়াবান।
কৃপা করি লীলা প্রকাশিলা অনুপাম ॥
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া।
জীব উদ্ধারিলা অতি করুণা করিয়া ॥
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার।
তাহা উখাড়িয়া দিলা কি কৃপা তোমার ॥

---

* *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol. X, p. 117.

কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে।
তাহার নিগূঢ় কথা কৈল প্রকটনে ॥

তিন অমৃতে ভাসাইলা এ তিন ভুবন।
তোমার চরণে তেঁই করিয়ে স্তবন ॥

'উথাড়িয়া' অর্থ 'উদ্‌ঘাটিত করিয়া'; গ্রন্থের অমূল্যনিধি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেওয়া যায় ব্যাখ্যার দ্বারা, টীকা টিপ্‌পণী ভাষ্যের দ্বারা। কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দলীলামৃতের টীকা করিয়াছিলেন, তাহা যে রচনাও করিয়াছিলেন তেমন কথা কোথায় পাওয়া যায়? অবশ্য যিনি গ্রন্থকার তিনি নিজ গ্রন্থের ভাষ্যকারও হইতে পারেন, কিন্তু ভাষ্যকারমাত্রেই গ্রন্থকার নন; গোবিন্দলীলামৃতের ভাষ্য রচনা দ্বারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা প্রচার করিলেন, ভক্তসমাজের বোধগম্য করিলেন—এই পর্যন্ত আমরা পাই। কাব্যরচনা সম্বন্ধে 'উথাড়িয়া' পদের প্রয়োগ সন্দেহেরই অবকাশ রাখিয়াছে; আর যদুনন্দন যে অমৃতত্রয়ের একসঙ্গে নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি অর্থাৎ চরিতামৃত মূল গ্রন্থ, আর একটি কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা—টীকা মাত্র। যাহা বাকি রহিল, তাহা মূলগ্রন্থও হইতে পারে, টীকাও হইতে পারে। মূলগ্রন্থই রচনা করিয়াছেন, এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান উপরের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি হইতে পাওয়া যায় কি?

অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয়ের তিনটি যুক্তিই যখন অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে না, তখন চতুর্থটি আলোচনা না করিলেও চলে, কারণ উহা নিতান্তই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহা কবিরাজ গোস্বামীর রচনা কি না, সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ আরও দুই কারণে ঘনীভূত হইয়াছে। প্রথম, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও উনবিংশ পরিচ্ছেদে, কৃষ্ণবিরহে রাধার উৎকণ্ঠাভাবিত মহাপ্রভু, স্বরূপ রামানন্দের গলা জড়াইয়া অনুরূপ

অবস্থায় রাধা বিশাখাকে যে শ্লোক বলিয়াছিলেন সেই শ্লোক (গোবিন্দ-লীলামৃত, ৮।৩) পড়িয়া নিজের মনস্তাপ প্রকাশ করিতেছেন, এবং 'শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ।' তাহার পরে 'তথাহি' বলিয়া গোবিন্দলীলামৃতের তিনটি শ্লোক (৮।৪,৮।৭,৮।৮) উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ভাবে ও রসে আপ্লুত কবিরাজ গোস্বামীর অপূর্ব বিবৃতি দেওয়া আছে। ইহা হইতে মনে হয়, মহাপ্রভুর ঐ শ্লোকগুলি জানা ছিল, অর্থাৎ সেগুলি অন্ততঃ তাঁহার জীবিতকালে রচিত।

সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ, অন্ত্যলীলার ১৬শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, গোপালবল্লভ ভোগের একটুখানি জিহ্বাতে দিয়া মহাপ্রভু কোটি অমৃতের স্বাদ পাইলেন, কিন্তু এই ভাববিহ্বল অবস্থায় জগন্নাথের সেবককে দেখিতে পাইয়া ভাবাবেগ সংবরণ করিবার জন্য বারবার 'সুকৃতিলভ্য ফেলালব' বলিতে লাগিলেন। কথাটি গোবিন্দলীলামৃতের ৮।৮ শ্লোকে রহিয়াছে।

> ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ
> প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
> সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্বিতঃ
> স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥

জগন্নাথসেবক কথাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব তাহার ভাব ব্যাখ্যাও করিলেন। পরবর্তীকালে কাব্যকার চৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত 'সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ' কথাকয়টি লইয়া শ্লোক রচনা করিতে পারেন না এমন নয়; আমার কিন্তু পড়িয়া মনে হইল, ইহা বহুশ্রুত শ্লোকের স্মৃতি। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে যখন প্রয়াগে আসিয়া দর্শন করেন, তখন গোবিন্দলীলামৃত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কোনও কবির রচনা, এই পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহার চেয়ে আর কিছু বেশি বলা চলে না।

৪

'রামানন্দ রায়ের ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি চৈতন্যসহচর রামানন্দের লেখা হইতেই পারে না'—এরূপ মত যথাসাধ্য খণ্ডন করিয়াছি। রায় রামানন্দের রচনা বলিয়া ইহাদের গ্রহণ করিবার পক্ষেই বা কি এমন যুক্তি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নটি এখন আলোচনা করা যাক।

প্রথম ও প্রধান কারণ হইল, পদগুলির ভণিতা। এই পদাবলী একটি সমগ্র পালা। মধ্যে মধ্যে রামানন্দ ভণিতাও আছে (জগন্নাথবল্লভের মধ্যে শুধু রামানন্দও আছে), কিন্তু সে সকল পদের সঙ্গে দৃঢভাবে যুক্ত পদেই আছে রায় রামানন্দের ভণিতা; শুধু রাম বা রামানন্দ দাস কোথাও নাই। সতীশ বাবু তাঁহার পদকল্পতরুর ভূমিকায় (২০২—২০৪ পৃঃ) আলোচনাক্রমে বলিয়াছেন, রামানন্দ রায়ের কোন পদে আমরা তাহার নামের সংক্ষিপ্ত রূপান্তর দেখিতে পাই নাই; তাঁহার কোন পদেই শুধু 'রামানন্দ', 'রামানন্দ দাস', বা 'দীনহীন রামানন্দ' ভণিতা দেন নাই—সকল পদেই 'রামানন্দ রায়' ভণিতা আছে। 'রামরায়' থাকিলেও প্রমাণ হইত না, সন্দেহের অবকাশ থাকিত। জগন্নাথবল্লভ নাটকে নান্দীর শেষে এইরূপ ভণিতা আছে—নান্দ্যন্তে—গজপতি প্রতাপ-রুদ্রহৃদয়ানুগতমনুদিনম্। সরসং রচয়তি রামানন্দরায় ইতি চারুসঙ্গীতম্। নাটকের ও নাট্যকারের পরিচয় দিতে গিয়া সূত্রধার বলিয়াছেন, শ্রীভবানন্দ-রায়স্য তনুজেন শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতমানসেন শ্রীরামানন্দরায়েন কবিনা তত্তৎ-গুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথবল্লভং নাম গজপতিপ্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং রামানন্দসঙ্গীত-নাটকং নির্মায় সমর্পিতমভিনেষ্যামি। 'রায় রামানন্দ' নামাঙ্কিত 'মর্ম-নিরূপণে'র মত সহজিয়া পুথি অবশ্য আছে ও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই পদগুলি সে জাতীয় নহে—এগুলি তত্ত্ববিষয়ক নহে, রাধা-কৃষ্ণলীলা বিবৃত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।

পালাটি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক, অথচ গৌরচন্দ্রের কোনও উল্লেখ নাই।

ইহা হইতে মনে করা সঙ্গত যে ইহা চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে লিখিত। শ্রীরূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবে রাধাকৃষ্ণ কথা আছে বটে, কিন্তু গৌরচন্দ্রের কথাও আকারে ইঙ্গিতে ভাল করিয়াই দেওয়া আছে। মহাপ্রভুর প্রভাব তো সমসাময়িক ও পরবর্তী পদকর্তাদের উপর পড়িবেই ; কিন্তু যদি কোনও কৃষ্ণকথার কাব্যে গৌরচন্দ্রের উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা সঙ্গত যে ইহা তাঁহার সময়ের পূর্বে কিংবা তাঁহার সমসাময়িক হইতেও বা পারে। রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যদর্শনের পূর্ব হইতেই তদ্ভাবভাবিত ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ কথা আশ্রয় করিয়া জগন্নাথবল্লভ নাটক লিখিয়াছেন, তাহাতেও মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ নাই ; শ্রীরূপগোস্বামীর নাটকে ও তাঁহার নাটকে স্পষ্ট এই প্রভেদ। নাটকেও যেমন, পদেও তেমন, পদকর্তা মহাপ্রভুর কোনও উল্লেখ তাঁহার রচনায় করেন নাই। এই অনুল্লেখই এগুলি চৈতন্যসহচর রামানন্দের প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা দৃঢ় করিতেছে।

পদগুলির মধ্যে উড়িয়া ভাষার চিহ্নও স্পষ্ট। পঞ্চমী বিভক্তি বুঝাইতে —উ প্রত্যয়। যেমন নয়নু=নয়ন হইতে। লিপি তো উড়িয়াতেই, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। দুই চারিটি শব্দ খাঁটি উড়িয়া। 'উলথেন' এইরূপ একটি বিশেষ শব্দ। রামানন্দ উড়িষ্যাবাসী ছিলেন।

পদগুলির মধ্যে কৃষ্ণসখা ও কৃষ্ণসখীর যে সব নাম আছে, তাহারা প্রাচীন নাম। মধুমঙ্গল এরূপ একটি নাম ; পরবর্তী কালে এরূপ নাম পদাবলীতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খুব সুলভ নয়। মধুমঙ্গল রূপগোস্বামীর নাটকেও আছে, জগন্নাথবল্লভে কিন্তু নাই।

পদকর্তার রচনাশক্তির পরিচয় পাঠকেরা পদগুলি পড়িয়াই পাইবেন ; বিভিন্ন ছন্দে তাঁহার কৌশলের পরিচয় তিনি এই পালায় দিয়াছেন, তাহা ভিন্ন আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ৪৮ পৃষ্ঠার শেষে ছোট একটি গান আছে—

জয় গোকুল নরেন্দ্র হৃদয় চন্দন।
ব্রজবাসী হৃদয় ভ্রমর পদ্মবন ॥

ভুবন মোহন জয় আরতভঞ্জন।
রমণী মণি রসিক আনন্দ বর্ষণ ॥

ব্রজগণ যুবতী চাতক নবঘন।
ব্রজ কিশোরী নয়ন দলিত অঞ্জন ॥

ইহাদের শব্দবিন্যাস সুকৌশলে ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদগুলি হইতে পৃথক করা হইয়াছে; তাই এই সব পদ রামানন্দ রায়ের মত কবির রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। রাধার বর্ণনা যেমন সংযত তেমনই মহাভাবের দ্যোতক—

কনক মুকুর কান্তি শিরে পুষ্পগভা।
কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের আভা ॥
ভ্রুলতা কুটিল তাতে বেণী নেত্র ডোলা।
ইন্দীবর মাঝে যেন দ্বয় ভৃঙ্গ মেলা ॥
শ্রবণে তাটঙ্ক গণ্ডে মকর ঝটকে।
তিলপুষ্প জিনি নাসা তাহাতে অধিকে ॥
চারি বিম্বফল জিনি অধর রসাল।
মন্দ মৃদু হাস তাতে করে ঝলমল ॥
গলে মতিহার পঞ্চসরি মনোহরে।
কৃষ্ণসূত্র বেণী ঝুলে পৃষ্ঠ দেশপরে ॥
ভুজদ্বয় শোহে যায় বলয় বাহুটি।
সুবর্ণর মুদ্রিকা বিরাজে করাঙ্গুষ্ঠী ॥
বদ্ধপট নীলচন্দ্র কটি সুবিরাজে।
ক্বণিত ক্ষুদ্র ঘন্টিকা তার পরে সাজে।

দ্বয়পদে নূপুর পহিরিল বিনোদিনী।
রুণু ঝুণু শব্দে যেন হংস কহে বাণী॥
কাঞ্চলা উত্তরী অতি নির্মল শোভনে।
তারপরে গুঞ্জমালা হয়াছে ভূষণে॥
দর্পণ লইয়া বেশ নিরীক্ষণ করে।
কৃষ্ণ সঙ্গ উৎকণ্ঠিত বাঢ়ায় অন্তরে॥ (৪৪-৪৫ পৃঃ)

ইহা একজন উৎকৃষ্ট কবির রচনা, নিতান্ত অপটু অনুকরণকারী লেখকের নয়।

পালা আকারে কিংবা দণ্ড দণ্ড ভাগে সাজাইয়া এই পদগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে। রামানন্দ রায় সংগীত নাটক রচনায় ও অভিনয় শিক্ষাদানে প্রবীণ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় বর্ণিত হইয়াছে, রূপ গোস্বামীকে বৈষ্ণবসভায় পরীক্ষা করার ভার পড়িয়াছে তাঁহার উপর। যেভাবে তিনি রূপকে নাটকের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, রামানন্দ ও রূপের মধ্যে সেই সম্বন্ধ। আরও একটা কথা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য ; শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পূজাপ্রণালী বিভিন্ন দণ্ডে বিভক্ত, সুতরাং অন্য বৈষ্ণবভক্তের তুলনায় রায় রামানন্দের পক্ষেই দণ্ডে দণ্ডে বিভিন্ন পূজাপ্রণালীর আদর্শে রাগানুগা সাধনার প্রণালী ও তাহার উপযোগী সঙ্গীতনাটক প্রবর্তন করা সঙ্গত। তৃতীয়তঃ, নাটকীয় সংবিভাগ সম্বন্ধে যাঁহার এত স্পষ্ট ধারণা, যাঁহার প্রয়োগবিজ্ঞানের পরিচয় আমরা প্রদ্যুম্ন মিশ্রের উপাখ্যানে পাই, তাঁহার পক্ষেই অষ্টকালীন বা দণ্ডাত্মকলীলা কাব্যের প্রবর্তক হওয়ার বেশি সম্ভাবনা। প্রদ্যুম্ন মিশ্র যখন মহাপ্রভুর নির্দেশমত তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, তখন রামানন্দের সেবক তাঁহাকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া বলিতে লাগিল যে দুই পরমা সুন্দরী দেবদাসীকে তিনি নিজ নাটকের গীত শিক্ষা দিতেছেন।

কবিরাজ গোস্বামী মন্তব্য সহ তাঁহার প্রতিদিনকার সাধনা বর্ণনা করিতেছেন—

কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রামরায়ের ঐছে স্বভাব॥
সেবা বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসী ভাব করে আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তিপ্রেমসীমা॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিক্ষাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারি-সাত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥

আর একটি কথা; বহু বৎসরে বহু লিপিকরের লেখনীর গুণে ভাষার সাম্য যখন আশা করিতে পারা যায় না, বহু লিপিকরের মধ্য দিয়া আসিতে গিয়া ভাষায় যখন নানারূপ ভুল ভ্রান্তি থাকিবেই, তখন ভাবসাম্য আছে কি না তাহাই পরীক্ষা করা অধিক সঙ্গত। এই পরীক্ষার জন্য চাই অভিজ্ঞ রসিক পণ্ডিত সাধকের অভিমত। পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণবপ্রবর; তাঁহাকে এই পদগুলির কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহাতে ভাবসাম্য আছে, জগন্নাথবল্লভ নাটকের সঙ্গে ভাবের মিল আছে এবং রামানন্দ যে পথের পথিক সেই পথের সুর ইহাদের মধ্যেও বাজিতেছে; সুতরাং এগুলি প্রামাণিক।

'রামানন্দ রায়ের পদ উড়িয়া লিপিতে বর্তমান আছে' এই কিংবদন্তী একেবারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করিবার নয়। শুধু কিংবদন্তী কিছুই প্রমাণ করে না বটে, কিন্তু কতকগুলি প্রমাণ পাইলে তাহা দৃঢ়তর করিতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যে 'পাথুরে' প্রমাণ পাওয়া সর্বত্র সম্ভব নয়; অনেক স্থলেই হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া, অনুমানের উপর ভর করিয়া, যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, অজানা অন্ধকারে পথ চলিতে হয়। অনুমানকে সূত্ররূপ অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে হয়, সূত্র লঘু না দৃঢ়, যুক্তিসহ না অন্যরূপ? সেই জন্য কিংবদন্তী একেবারে ফেলিয়া না দিয়া অন্যথালব্ধ সূত্রের শক্তি পরীক্ষায় নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে রায়রামানন্দ-ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি শ্রীচৈতন্য-সহচর রামানন্দ রায়েরই রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। এখন বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ যুক্তিগুলির সারবত্তা পরীক্ষা করুন।

৫

বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুখবন্ধে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

'চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই পদটি বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মানে কি? প্রশ্নটি সমীচীন বটে। জাল চণ্ডীদাস যে জন্মে নাই, তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। চণ্ডীদাসের নামের এমন মাহাত্ম্য যে, অনেক অকবিও স্বরচিত পদের গৌরব বাড়াইবার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা চালাইয়া থাকিবেন। চালাইয়া থাকিবেন কেন, এরূপ অনেক পদ নিশ্চয় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ পদটি আসল চণ্ডীদাসের, আর কোন্‌টি নকল বা জাল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? এবিষয়ের আলোচনায় দুই রকম প্রমাণ আবশ্যক হয়—বাহিরের প্রমাণ ও ভিতরের প্রমাণ। চণ্ডীদাসের পদাবলী সঙ্কলন ব্যাপারে বাহিরের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিতরের প্রমাণ ভাষা ও

ভাব লইয়া। কোনও একটি পদের বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, এই ভাষা চণ্ডীদাসের সময়ে প্রচলিত ভাষা বটে কি না এবং চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাষা বটে কি না? বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে একথা সত্য প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, চণ্ডীদাসের কোন পদই অবিকৃত নাই—এ পর্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত যত পদ বাহির হইয়াছে, সকল পদেরই ভাষা হালের ভাষা। চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষা—চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা—এতকাল অজ্ঞাত ছিল। এ পর্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত পদ চলিয়া আসিয়াছে কোনটার ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা নহে। তার পরে দেখিতে হইবে যে, এই পদের ভাব চণ্ডীদাসের যোগ্য কি না, চণ্ডীদাসের কলম হইতে এইরূপ জিনিষ বাহির হইতে পারে কি না? পাঠকের রুচিভেদ অনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। একের মতে যাহা চণ্ডীদাসের যোগ্য, অন্যের বিবেচনায় তাহা হয়ত সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্তমান অবস্থায় কোন সম্পাদকের বিবেচনায় ভর করিয়া কোন পদকে খারিজ করা নিরাপদ নহে। আমার বিবেচনায় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিলেই এখন তাহা প্রকাশ করা উচিত—ভবিষ্যতে সমালোচনার সময় আসিবে—বিচার-বিতর্কের পর স্থির হইবে, কোন্‌টা আসল, আর কোন্‌টা নকল।'

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের লেখা; তথাপি 'প্রকাশ করিব, কি করিব না এই দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচালনার জন্য নীতিহিসাবে ইহা উপাদেয়।

৬

সূর্যনারায়ণবাবুর নিকট ঋণ প্রথমে স্বীকার করি; তিনি পুথিখানি বিশ্বাস করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন, শুধু এই ভরসায় যে ইহা প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কেও এই পুথি দেখাইয়াছিলাম; তিনি ইহা প্রকাশ করিতে বলেন, এবং শ্লোকগুলি যে গোবিন্দলীলামৃত হইতে সংগ্রহ হইতে পারে তাহাও

বলিয়াছিলেন ; তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়াছিলাম বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ছাপানো সমীচীন কিনা, ইহার বিচারে জিজ্ঞাসু হইয়া বৈষ্ণবপ্রবর রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি অনুগ্রহ করিয়া পদগুলি শুনিয়া এগুলির সঙ্গে রামানন্দ রায়ের অন্য রচনার ভাবসাম্য আছে বলিয়া মত দেন, ও প্রকাশ করিতে বলেন। পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র উড়িয়া অক্ষরে লিখিত মূললিপি পড়িতে সাহায্য করেন, ও বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে পাঠশুদ্ধি বিষয়ে পরামর্শ দেন। দত্ত প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত প্রকাশন ব্যাপারের অতি দুঃসময়েও এই পুথি মুদ্রিত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি।

১, ডোভার লেন
পোঃ রাসবিহারী এভেনিউ
কলিকাতা
১৩৫২ বঙ্গাব্দ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী

রাত্রিশেষে নীলমণি কোলে আছে বিনোদিনী আলসিতে নিকুঞ্জ মন্দিরে।
দুঁহু তনুয়েকসঙ্গ লেখাছি অনঙ্গরঙ্গ সুধাসিন্ধু উছুরিত ভরে॥
মর্ত্ত্যপুরে কোই বারিত না দিখুই ন দিশই না দিশয়ে দুবরণতায়ে।*
ক্ষীর নীর যেন সাজে অভেদ বরণ রাজে কুঙ্কুম অরুণসঙ্গ পায়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু দুহা বারিত হোয়ে দিহা বাদরে কি দামিনীর খেলা।
নীলমণি কোলে নিয়ে দাহক কাঞ্চন রয়ে তমাল কনকবল্লী পরা॥
রায় রামানন্দ কহে উপমা নাহিক হোএ দুঁহ তনু দুঁহকে ঔপমা।
অধরে অধরপানে দিয়া বয়ান বয়ানে করি ইচ্ছে লীলারসধাম॥

নিশাবসানং সমবেক্ষ্য বৃন্দা বৃন্দং দ্বিজানাং নিজশাসনস্থং।
নিযোজয়ামাস সরাধিকস্য প্রবোধনার্থং মধুসূদনস্য॥ ১০

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।১১

হেনকালে বৃন্দাদেবী জাগি সখীসঙ্গে ভাবি রস হেরি আকুলে বিমন।
সঙ্গীগণে ফুকারি বোলএ বিপিনেশ্বরী রাধাকৃষ্ণ করাঅ চেতন॥
সারী শুক জাগায় নীথবিহান হয় গুরুজন জানিলে প্রমাদে।
শুনি বিহঙ্গমকুল নানামতে করে কল কুহুরব করে পঞ্চনাদে॥

*তুলনীয়—"মিলিতমিদং কিল তনুযুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং"
জগন্নাথবল্লভনাটকম্, ৫ম অঙ্ক।

দ্রাক্ষাসু সার্যঃ করকেষু কীরাঃ জগুঃ পিকীভিশ্চ পিকা রসালে।
পীলৌ কপোতাঃ প্রিয়কে ময়ূরা লতাসু ভৃঙ্গা ভুবি তাম্রচূড়াঃ ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।১৩

হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতৈ র্যুক্তং কু কূ কূ কু ইতি স্বরং।
কুক্কুটোঽপ্যপঠৎ প্রাত র্বেদাভ্যাসী বটু যথা ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।২০

কুক্কুরব করে   আলাপএ বেদস্বরে   কাককুল রাম গাএ।
কাদম্বে ময়ূরধ্বনি   কুসুমে ভ্রমরশ্রেণী   নানাপক্ষি খেলাইল তাএ।

কলবাক্ সুক্ষ্মধী নাম্নী   প্রেমোৎফুল্লতনুরুহা।
স্বরসজ্জা রঙ্গভূমৌ   ততো বাণীমনর্তয়ৎ ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।৩৪

গীতঃ   কলরব ফুক্কারয়ে   কীরসারি বাণি কহে
শুক কৃষ্ণ সারি রাধা রাধা।
সারি পঢ়ে ব্রজেশ্বরী   জাগো পাহিল তিমিরি
নিকুঞ্জশয়নে হেব বাধা ॥   ১০

গোকুলবন্ধো   জয় রসসিন্ধো   জাগৃহি তল্পং   ত্যজ শশিকল্পং।
প্রীত্যনুকূলাং   শ্রিতভুজমূলাং   বোধয় কান্তাং   রতিভরতান্তাম্ ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।২৩

কীর ডাকে নন্দ কান   দেখ হইল বিহান   লগ্নোদয়ে ছায়ার রমণ।
কলাকর প্রিয় করে   মলিনে বিমুখ ভরে   যখন সে দিখএ অরুণ ॥
কৌরব সুতএ   কমলিনী হাসএ   কোকমিথুন দুখনাশে।
সকল পুরজন   তুঁহারি গুরুজন   নিঅলসে জাগিল বাসে ॥

অথ বৃন্দেঙ্গিতাভিজ্ঞা সময়জ্ঞা তরুস্থিতা।
পত্মমুদ্যোতয়ামাস কক্খটী বৃদ্ধমর্কটী ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।১০৭

হেন সময়ে কক্খটী ডাকে বৃক্ষডালে উঠি
জটিলা বনেতে উপযান।
মর্কটির বাণী শুনি জাগিয়া বইলে বেনি
কি জানি কি কুলিশের বাণ ॥

পরিবর্তিতসংব্যানৌ মিথস্তাবর্তিশঙ্কিতৌ।
পরস্পরকরালম্বৌ নিরগাতাং নিকুঞ্জতঃ ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।৮০

চকিতে দুহা অমর দুঁহু পরাপত হইল পহরিল শ্যাম নীলাম্বর।
পীত দুকূল ভ্রমি পহরিল কমলিনী ন চিহ্নিয়া আপনা অমর ॥
আঙ্গ জানু অপসরে শ্যাম কইল রসভরে বইলে বিনোদিনী কারে।
রায় রামানন্দ কহে বৃন্দাসনে সখী রহে মিলি সব নিকুঞ্জ মন্দিরে॥ ১৯

হৈমং ভৃঙ্গারমেকা ব্যজনমথাপরা স্বর্ণদণ্ডং দধানা
কাপ্যাদর্শং সুদর্শং ঘুসৃণমলয়জামত্রমন্যা বিচিত্রং।
কাচিত্তাম্বূলপাত্রং মণিচিতমপরা শারিকাং পঞ্জরস্থাং
ইত্থং সখ্যঃ কিয়ত্যঃ প্রমুদিতহৃদয়া নির্যযুঃ কুঞ্জগেহাৎ ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১।৮২

বস্ত্র আদি অলঙ্কার সামগ্রী যত ছিল একে একে নিল সখিগণ।
কেহক ছিন্ন হার অঞ্চরে বাঁধিয়া কার কেহ হাসে আচ্ছাদি বসন ॥
কেহ নিল স্বর্ণ ঝারি কেহ কেহ শুকসারি কেহ নিল তাম্বুল সম্পুট।
কেহ বাঁশিকে ধরিয়া শ্যামকটি শানে দিয়া কার কেহ নিল ঝালী ঝাঁট ॥
হেন মতে যত ছিল সব দাসিগণে নিল বিদায় হইছে বিনোদিনী।
শত শত আলিঙ্গনে দিয়াছে ব্রজনন্দনে পুন নিরখয়ে মুখখানি ॥ ২০

প্রেমাকুল দুইজন ছল ছল নয়ন সঙ্গবিভঙ্গ না চাএ।
গুরুজন ভয় লয়া বিচ্ছেদ তনু দুহা আকুলিত গোরী শ্যামরাএ॥
দ্বয়পথে দ্বয়জন চলইছে ঘন ঘন নিজগৃহে প্রবেশিল দোঁহা।
সখীজনে যে যাহারে আনন্দিতে গেল ঘরে রায় রামানন্দ জানে ইহা॥

রাই কানু দ্বয় জনা দোঁহার মন্দিরে।
আলসিতে স্বপলঙ্কে পহুরিল ঘরে॥
সখীজন নিজবাসে শয়ন করিল।
কেহ কেহ গয়না সেবাতে লাগিল॥
ছিন্ন হার যেবা সখী লয়াছিল ঘরে।
হার গুম্বে বসি সেহ গবাক্ষজালরে॥ ১০
আর যত ব্রজবাসী দধি মন্থন।
রামানন্দ বলে মুখে কহে শ্যামঘন॥

পাহিল তিমিরে উঠি ব্রজবালী নিত্যকর্ম্মে ততঃপর।
কলসী লয়া যমুনাতে গিয়া কে নীর আনয়ে ঘর॥
নিশি শেষে হেরি কেহ জার নারী জারকে বোলে এবাণী।
তুমি যাঅ ঘরে গুরুজনা মোরে জানিলে প্রমাদ খানি॥
হেন শুনি জারা বাহির হইল দেখিএ ন মিলে দিশে।
বয়ান ফিরাঅা হেরিয়া হেরিয়া চলএ আপন বাসে॥
কেহ হেন কালে বসি নিজ আলে করএ ইষ্ট স্মরণ।
জয় নারায়ণ অচ্যুত বামন আদিকন্দ বলরাম॥ ২০
মীন হয়গ্রীব কমঠ রাঘব পরশুধর বুদ্ধ হরি।
যত ব্রজবাসী হেন মতে ঘোষি নাম হয়া কুতূহলী॥
স্নানেতে পূজনে যে ছিল যে মনে হইল তৎপরমতি।
রামানন্দ বোলে দ্বিজ স্নানে চলে চিন্তিয়া কমলাপতি॥

তাবদ্ গোভটভদ্রসেনসুবলশ্রীস্তোককৃষ্ণার্জ্জুন-
শ্রীদামোজ্জলদামকিঙ্কিণিসুদামাদ্যাঃ সখায়ো গৃহাৎ।
আগত্য ত্বরিতা মুদাভিমিলিতাঃ শ্রীসীরিণা প্রাঙ্গণে
কৃষ্ণোত্তিষ্ঠ নিজেষ্টগোষ্ঠময় ভো ! ইত্যাহ্বয়ন্তঃ স্থিতাঃ ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্ ২।৮

হেনকালে সব ব্রজের গোপাল বালকমণ্ডল যত
সুবল উজ্জল অর্জুন কোকিল মধুমঙ্গল বসন্ত ॥
মিলন সঘনে শ্যামসজ্জাখানে ফুকারিছে সখাচয়ে।
সুবল বোলএ জাগ শ্যামরাএ নিদ্রার সময় নহে ॥
অনন্ত নিকটে বসিয়া প্রকটে বোলএ মধুমঙ্গল।
শম্ভু আনে হেন কম্বু ঘোষ নিদ্রা ত্যজিয়াছে নীলাম্বর ॥ ১০
বোলএ সুবল উঠ বলরাম গোষ্ঠতে কর গমন।
সকলি উঠল প্রভাত হইল তুমি কর গোদোহন ॥

সুক্ষীররত্নাকরমন্দিরান্ত রনন্তরত্নোজ্জলতল্পমধ্যে।
সুপ্তং হরিং বোধয়িতুং প্রবৃত্তা মাতা শ্রুতির্বা প্রলয়াবসানে ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্ ২।১২

হেন কাল জানি পূর্ণমাসী রাণী কৃষ্ণ নিকটে মিলিছে।
দিখএ তখন বিপরীত চিহ্ন বস্ত্র বিপরীত হৈছে ॥
কুঙ্কুম অঙ্গরে সিন্দূর কপোলে মণ্ডিছে কি জানি পাএ।
বস্ত্রবিপরীত হেরি আকুলিত আকুলে বোলেন মাএ ॥
এহেন হেরিয়া পূর্ণমাসী চাআ বোলে দিখ ঠাকুরাণী।
দারুণ কংসর ফিরিয়াছে চর জানিলে প্রমাদ খানি ॥ ১০
বোলিবে সে ভাল নিহার এ লাল ছিল কোন নারী সনে।
রামানন্দ ভনে শুনিল অখনি লুটিয়া নিব ভুবনে ॥

ভয়ে নন্দবানী গদগদবাণী দিনয়স্থ বহে নীর।
স্নেহে দুগ্ধ স্রবে উরে বস্ত্র ভিড়ে কহিতে ন পারে তর॥
পূর্ণমাসী মুখ হেরি রানী দুখ অকুলিত হয়্যা বোলে।
সাত পাঞ্চ নাই ব অন্ধ নেত্র দিখ সদা বনে বনে ফিরে॥

কি বল দেবতী করিছে এন্নতি চিত করিছে বাতুল।
বোল কিনা মাএ কি করি উপাএ হৃদে হয়্যাছি আতুব॥
স্থবল বোলএ শুন শুন মাএ চিত্তে না ধরিআ য়ন।
স্তোককৃষ্ণ সনে কালি বৃন্দাবনে খেলইছে তুরো কান্য॥

মালবন্ধ রেণু লয়্যাছে অরণ্য রঙ্গ পাষাণ মৃত্তিকা।
এহ নীলাম্বর অনন্ত দেবীব হৃদে না করিঅ শঙ্কা॥ ১০

হেন কথা শুনি মুদ নন্দরানী হৃদে বাৎসল্য আনন্দ।
ভাবে বনমালী দুখের শঙ্খালী উঠরে গোকুলচন্দ॥
জননীর বাণী শুনি ভাই বেনী অঙ্গ মোড় বন্ধে।
উঠি নেত্র ফেড়ি পূর্ণমাসী হেরি প্রণামি হাসিল মন্দে॥

যশোদা তখন শ্যামের বদন নিরখন করে নেত্রে।
পুত্র বেন করে সান্তলিয়া ধীরে চুড়া বান্ধা দিল মাথে॥
সুবাসিত বনে দোঁহার বয়ানে প্রখ্যালন করে রাণী।
অরুণ বরণ নিন্দিছে নয়ন কোকনদ যদা শ্রেণী॥

গোচিন্দ্র য়াচন্দ্র শ্রীমুখ মণ্ডন্তে ত্রিদেবতায়াঁ আনন্দ।
মন্দিরু বাহার কৃষ্ণকামপাল সঙ্গে আছে সখা বন্ধ॥ ২০

কনকবেদীতে বসি আনন্দিতে কুতুকল সখাসনে।
পরিচারে জল দিল ততকাল কইল দশন মার্জনে॥
কেবা বেদবিধি আছএ প্রসিধি বলিয়াছে বুধজনা।
রামানন্দ ভনি দিদণ্ড তরণী কিরণ কৈছে জানা॥

ললিতাপ্রমুখাস্তাবৎ সখ্যস্তাঃ স্ব স্ব গেহতঃ।
আজগ্মুস্ত্বরিতাঃ সখ্যাঃ প্রস্খলদ্‌গতয়োঽন্তিকম্॥

গোবিন্দলীলামৃতম্ ২।৫৭

হেনকালে জটিলা যে রাইর মন্দিরে।
ললিতা বিশাখা তুঙ্গভদ্রা যুত যারে॥
সখীগণ নিত্যকর্ম বার্তায় তখন।
প্রবেশিল সবে আসি রাইর ভুবন॥
কবাট ফেলায়া বৃদ্ধা প্রবেশিল ঘরে।
সখী সব তার সঙ্গে মিলিল শহরে॥
জটিলা দেখিলা বধূ অঙ্গে পীতাম্বর।
সশঙ্কিত হয়া বোলে নিষ্ঠুর উত্তর॥ ১০
আরে ললিতা বিশাখা পরমাদ হৈল।
রাই অঙ্গে পীতাম্বর কেমন সাজিল॥

দ্রুতকনকসবর্ণং সায়মেতন্মুরারে
র্বসনমুরসি দৃষ্টং যৎ সখী তে বিভর্তি।
কিমিদময়ি বিশাখে হা প্রমাদঃ প্রমাদো
ব্যবসিতমিদমস্যাঃ পশ্য শুদ্ধান্বয়ায়াঃ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্ ২।৫৪

শ্রীকৃষ্ণ অম্বর দেখ বধূ অঙ্গে কেনে।
পুত্র শুনি অখন যা লইবে সদনে॥
জটিলাবচন শুনি রাধার সখীগণ।
কর্ণে কানাকানি হয়া হসে সব জন॥ ২০
কা সম্বৎ দৈল কেহু না সরে বচন।
রায় রামানন্দ বলে কি কার্যে বিমন॥

রাই সনে দুষ্ট করি বিশাখা সুন্দরী।
ঠারুয়া নয়ানকোন করিয়া চাতুরী॥
ললিতা জানি জটিলা আগে দাণ্ডাইল।
রাই অঙ্গে নীলাম্বর বাস ওতোয়ল॥
বিশাখা বোলএ স্তন মায়ে মোর বাণী।
বৃদ্ধ হইলে বুদ্ধি অল্প হেন হএ প্রাণী॥

স্বভাবান্ধে! জালান্তরগতবিভাতোদিতরবি-
চ্ছটাজালস্পর্শোচ্ছলিতকনকাঙ্গদ্যুতিভরৈঃ।
বয়স্যায়াঃ শ্যামং বসনমপি পীতীকৃতমিদং
কুতো! মুগ্ধে! শঙ্কাং জরতি! কুরুষে শুদ্ধমতিষু

গোবিন্দলীলামৃতম ২।৫৬

গবাক্ষজালেতে দিশে সূর্যের কিরণ।
পড়্যা রাই নীলাম্বর দিশএ অরুণ॥
একে তুমার নয়নু নিত্যে বহে লোর।
না দিশিছে বোল তু শ্রীকৃষ্ণ অমর॥
পীতবস্ত্র কাঁহা তুমি দিখ বধূ অঙ্গে।
বিচারিয়া নাহি কহ সুবুদ্ধিতরঙ্গে॥
অত শুনি জটিলা যে বধূপাশে চলি।
রামানন্দ বোলে ক্রোধে হইয়া প্রজলি॥

বধূপাশে গিয়া বৃদ্ধ হেরি নীলাম্বর।
নিশবদ হৈয়া গেল আপনার ঘর হে॥
সখী সুচতুরি তবে হাসিতে লাগিল।
কেহো বোলে বৃদ্ধ বৃদ্ধ ভ্রমে ভ্রমাইল॥

অত কহি সব মিলি ধনীর নিকটে।
কেহো বোলে উঠ রাধে ফুকারে প্রকটে॥
কেহো বোলে জাগ বৃষভানুর নন্দিনী।
বড় পরমাদ হয়্যা ছিল এক্ষণি॥
কেহো ডাকে উঠ গো কৃষ্ণসোহাগিনী।
কুঞ্জে কিবা আজো নিদ্রা না কর্য়াছ তুমি
কেহো বোলে নিদ্রা তেয নৃপতির ঝী।
অর্কবার আজ দিন বিসোরি যাইছি॥
হেন মতে সখী সব চেতনা করাএ।
দাসী হয়্যা সেবে পাদ রামানন্দ রায়॥ ১০
সখীগণ স্ববচনে হইলে চেতন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে ধনী করয়ে স্মরণ॥
আলসিতে জাগিয়া বৈল বিনোদিনী।
স্বর্ণঝারি ভরি জল দিল দাসী শ্রেণী॥
মুখ প্রখালন করি পোছএ দুকুলে।
নিদ্রালসে নেত্র দুহা যীনী রক্তোৎপলে॥
মন্দিরতে গিয়া ধনী বাহিরে চলিল।
স্নাহান বেদীতে কাঞ্চনপিঠকে বৈল॥
দাসীগণে দিল জল দশন মার্জনী।
ততক্ষণে নিত্যকর্ম করইছে ধনী হে॥ ২১
দশন মার্জন সারি রশন মার্জন।
অধরে জল ভরিয়া ফুকারে ভুবন॥
আর যত নিত্যকর্ম শেষ তত কালে।
ইন্দ্রিয়াদি কর্ম আছে যেই লোকাচারে॥
রায় রামানন্দ কহে স্নাহানে তৎপর।
দাসীগণে রখে শত কুম্ভে ভরি জল॥

ধূপধূমপরিশুষ্কসুগন্ধীন্ স্নিগ্ধকুঞ্চিতকচাল্ললিতাস্ত্যাঃ।
স্বস্তিদাখ্য বহুরত্নবিরাজদ্দান্তকঙ্কতিকয়া পরিশোধ্য ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ২।৭২

বিশাখা দিল সীন্দুর নয়নে রঞ্জি কাযর গণ্ডস্থলে মনোহরবিন্দু।
নাসে সুমনি বেশর তাহে আছে শীন্দুফুল গগনে নিন্দিছে পূর্ণদিন চন্দ্র ॥
সুচিত্রামলকরে মাথে রাই কলেবরে অর্ধচন্দ্র দিল ভালপটে।
কর্ণরে শোহে কুণ্ডল লুলইছে তলয়ল রত্নমালা আভরণ কণ্ঠে ॥
করিবরবাহু জিনি কঙ্কণবলয়শ্রেণী কটিতটে শৃঙ্খলা কিঙ্কিণী।
বেনিকরে রখি রাধা কনকবসানি মুদা মৃগমদ লিখে চিহ্নে জানি ॥
সখীগণ যত ছিল হেনমতে বেশ কৈল্য বীশতী অলঙ্কার যত।
কলহংস সখীচয়ে নাবলি নিবেদএ রামানন্দ নুপূরশিঞ্জিত ॥ ১০

ইত্থং গিরন্তো মধুমঙ্গলস্য নিশম্য তে হাসকরী র্হসন্তঃ।
গোপালপালাঃ পশুপালবালাঃ গোশালমালা বিবিশুর্যথা স্বং ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ২।৩৬

হৈল তীনী দণ্ড গগনে মার্তণ্ড গোষ্ঠে চলে শ্যামঘন।
সুবল উজ্জ্বল শ্রীমধুমঙ্গল বসন্ত কোকিলার্জুন ॥
শ্রীদাম সুদাম স্তোককৃষ্ণ দাম দ্বাদশ আভীর জত।
কৃষ্ণ বলরাম - সঙ্গতে সঘন লয়া গোষ্ঠে উপগত ॥
দেখী ধেনুগণ উলখেন কৃষ্ণকে চাইয়া সধীরে।
লোচন পাটিতে কৃষ্ণসুধা পাইতে পীঅল শুমদ্দোরে ॥
চৌদিকে বেঢ়ল যত গাভীকুল মধ্যে রাম নীলমণি।
কি ক্ষীর সাগরে অনন্তের কোলে আছে কি বা চক্রপাণি ॥ ২

সুবলার্জুনগন্ধর্বা বসন্তোজ্জ্বলকোকিলাঃ।
সুনন্দশ্চ বিদগ্ধশ্চ প্রিয়নর্মসখা মতাঃ॥

অষ্ট সখা কুল	কিবা শ্রমাকার	সুদাম দ্বাদশ মণি।
ধেনু মুখ ফেন	মুকুতা প্রমাণ	সেস্তম্ভে শাযাছে যানি॥
নভো চন্দ্রাতপ	হয়্যাছি স্বরূপ	দিখহে সুজন জনা।
বোলে রামানন্দ	হয়্যা আনন্দ	ধ্যানে ইহা ভাবনা॥

হিহী (১) গঙ্গে! গোদাবরি! শবলি! কালিন্দি! ধবলে!
হিহী ধূম্রে! তুঙ্গি! ভ্রমরি! যমুনে! হংসি! কমলে!
হিহী রম্ভে! চম্পে! করিণি! হরিণীতি ব্রজবিধু
মু্র্হুর্নামগ্রাহং নিখিলসুরভী রাহ্বয়দসৌ॥ ১০

গোবিন্দলীলামৃতম্ ২।৪০

চারিদণ্ড বেলা তবে হইলাক আসি।
সব আদি নাম ধরি ডাকে মোহন বাঁশী॥
হে গঙ্গে হে গোদাবরি হে মণি কণ্ডনী।
ধবলী শ্যামলী নামে করে বাঁশী ধ্বনি॥
কালন্দী কমল তরে যত বংশী প্রিয়ে।
হী হী রম্ভে চম্পে হসি ব্রজবিধুবাএ॥
হী হী ধূম্রে হী হী তুঙ্গী ধবলীর ঝীঈ।
ভ্রমরী যমুনে বাল্যা করে হী হী ঈ॥
শুনি নাম ধেনু সব প্রবেশ নিকটে।
হু হু নি ছন্দনি লয়া রামশ্যাম বৈঠে॥ ২০

১ "সম্বোধনে হি হী ত্বাচুঃ ক্ষেপে জিহি জিহীতি তু"—গোপালচম্পূঃ, পূর্ব, ২য় পূরণং, ১০৯।

গাভী ছন্দি চরণেতে বৎসা এক বন্ধন।
ঘটিতে ধরিয়া বেনী করএ দোহন ॥

পিয়ায়ে বচ্ছারে দুগ্ধ দুহাএ সখারে।
দোহন গর্জন যেন শরদবদরে ॥

গোদোহন লীলা কথা অতি হি আনন্দে।
মধু কি লইআঁ ধাএ রায় রামানন্দ ॥

গগনে রবির রথ হৈল পঞ্চ দণ্ড।
ধেনু দোহন গর্জন করএ প্রচণ্ড ॥

দেবাসুর সুমন্থনে গাজে যেন সিন্ধু।
কিবা সাগর গর্জন দেখি পূর্ণ ইন্দু ॥

বড়ায় গোদোহন লীলা গোষ্ঠে নীলমণি।
দামিনী ফেড়ায়্যা বাছা ফেড়িল তখনি ॥

খীর বিন্দু মুখে পড়্যা দিশে মোহন ফান্দে।
মোহিছে সুর ঈশ্বর বোলে রামানন্দে ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গে ক্ষীর ইন্দু রঙ্গে বিন্দু বিন্দু হয়্যা সাজে।
কি অবা গগনে নীলাকর গণে কিরণ যেমনি রাজে ॥
কৃষ্ণ কেশরাএ নভোকৃষ্ণগাএ তারাগণ খীর বিন্দু।
গাভী মুখে ফেন কী চন্দ্র কিরণ বলরাম তনু ইন্দু ॥
বড়ায়্যা দোহন চলয়ে মোহন সঙ্গে লয়্যা সঙ্কর্ষণ।
যত দুগ্ধ ভার লইছে গোপাল চলইছে ঘনঘন ॥ ২০
প্রবেশ মন্দিরে রাণী হজুরে দিল দুগ্ধভার যত।
যে ঝা ক্ষীর লয়্যা মন্দিরে রাখিয়া মিলল সখা সমস্ত ॥
সুধীরে প্রয়ান করিয়া তখন গিয়া স্নাহান মণ্ডপে।
বেত্রীকাহাটকে বৈলে কৌতুকে রামানন্দ চিন্তে রূপে ॥

সুবাসিত তৈল যে সুবাহুর করে।
শ্যাম অঙ্গে সুমর্দিত করিয়ে সধীরে ॥
রোহিণীনন্দন দাম সুদাম মর্দন।
আর যত পরিচয় আনয় ভুবন ॥
সুবর্ণ কুম্ভে সুগন্ধ জল ঢালে শিরে।
শ্রীঅঙ্গ মার্জন সারে সুবল উজলে ॥
পুন জল ঢালে বেণী অঙ্গ প্রথ্যালয়ে।
উদক পাচল মুখে রামানন্দ রায়ে ॥

ছয় দণ্ড বেলা হৈল সূর্যের কিরণ।
স্নাহান বাঢ়াআ অস্তে পোছে অঙ্গ যেন ॥ ১০
নিঙ্গারে কুন্তল অগ্রে গুম্ফি দিল পাএ।
মুঞ্চিত চিকুর দুহা পৃষ্ঠকু লম্বাএ ॥
নীল পীত বেনী বাস পরিধান হৈল।
উভরি শ্রীঅঙ্গে দিয়া মন্দিরে চলিল ॥
সব সখাগণে কৃষ্ণ বোলএ বচন।
স্নাহান বঢ়াআ মোরে মিলব অখন ॥
সুবেশ মন্দিরে বিজে হরি হলধর।
গোপাল চলেন ঘরে স্নাহানে তৎপর ॥
নিত্যকর্ম সারি সবে ভেটিল মোহন।
চন্দন ঘোষাছে কেহ দিখাএ দর্পণ ॥ ২০
মলয় কুসুম মধু শ্রীঅঙ্গে মণ্ডল।
রামানন্দ চিন্তি রূপ আনন্দে বুড়ল ॥

সপ্তদণ্ড বেলা অবে মাতা যশোবন্তী তবে
কুন্দলতিকারে বোলে বাণী।
তুমি রাধিকারে অখন অনি করাঅ রন্ধন
ষটরস পাখের সাখানি॥
যাঅ কুন্দবল্লি যাঅ গো।
আমার বচন করি নিবেদন সত্বরে রাধারে দিঅ॥
দুর্বাসরে বিনা নীরে রন্ধনে সুধা প্রণীটে।
পূর্ণমাসী বাণী শুনিঅছি আমি • কারে ন করি প্রকটে॥
কুন্দলতা শুনি হেন চলইছে ঘন ঘন
প্রবেশিল অভিমন্যু পুরে।
কুন্দলতা জটিলারে দেখিয়া প্রণাম করে
মুখ হেরি বোলেন তাহারে॥
সুন সুন ওগো মাএ আমার রাণী পাঠাএ
বধূ যাবে নন্দর মন্দিরে।
পাক করিবে সুবুদ্ধি যেবা আছে পূর্ববিধি
নিগমের বাক্য অনুসারে॥ ১০
জটীলা শুনিয়া হেন ক্রোধে কহেন বচন
কেন যাবে নন্দরাজাপুরী।
রাধা রাধা বাঁশী ডাকে কুলতে কলঙ্ক থাকে
সর্বে বোল রাইরে দোচারি॥
কুন্দলতা বোলে মাএ না কর মন সংশএ
সঙ্গে আমি লয়্যা যাব তারে।
জটীলা বোলেন শুন বধূ রুতা তুম্ভে জান
জাগ্যা থাক নন্দর কুমারে॥

শুনি কুন্দবলী চলে মিলল রাইর পুরে
বোলইছে সুমধুর বাণী।
তুমি যাঅ নন্দপুরী জটীলাকে আমি বলি
না কর বিলম্ব এহী ক্ষণী॥
বৃষভানুসুতা শুনি উঠিল হাসি তখনি
কর দিয়া ললিতার কন্ধে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হা বখানী পথে চলে বিনোদিনী
সঙ্গে চলে রায় রামানন্দে॥

প্রবেশ তখন নন্দর ভুবন যশোদা দেখি আনন্দে।
করিল প্রণাম শ্যামর চরণ পুনঃ প্রণামিল নন্দে॥
হাসি বোলে রাণী শুন সুলক্ষণী শুন বৃষভানু ঝী।
কর যা রন্ধন যে বিধি ব্যঞ্জন তোমারে বোল তু কী॥
কর লড্ডুকাদি সর্ব পিষ্টকাদি সুধাসম শীখীরিনী।
সবখণ্ড হেন গোটিকা অধম তাএ কত সরপুলী॥ ১০
শুনি বিনোদিনী হরষে বিগুণী চলইছে পাকশালে।
পাদ প্রখ্যালিআঁ বসনে পোছিআঁ সত্বরে মন্দিরে মিলে॥
সব সখী কুল উপদার দিল কেহ নিবেদয়ে বন।
ব্যঞ্জন সামিগ্রী কেহ দিয়ে আগী করিয়া আগে যতন॥
রাই বিনোদিনী করে পাকখানি হরষ হয়্যা হৃদরে।
এক দণ্ড মধ্যে পাকবিধি রান্ধে করে রামানন্দ বোলে॥

রসালা পক্বাম্রদ্রবশিখরিণী ষাড়বপয়ঃ
করম্ভামিক্ষাব্যঞ্জনদধিফলাপূপবটকান্।
কৃতাম্রেড়া নেত্রস্তনজ পয়সা ক্লিন্নসিচয়া
হপ্যাতৃপ্তা তং তৃপ্তং মুহুরথ সুতং প্রাশয়দিয়ম্॥ ২০

গোবিন্দলীলামৃতম্ ৪।৫৮

অষ্টদণ্ড বেলা হইল ছায়ার রমণ।
সুবলাদি সখা সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম॥
ভোজন মণ্ডপে গিয়া সকল মিলিল।
কনক স্থালীরে ধনী অন্ন ই বাঢ়িল॥
সুবর্ণ বাটীতে রাই ব্যঞ্জন ভরি।
কৃষ্ণ কামপাল অগ্রে দিয়ে নন্দনারী॥
দধি দুগ্ধ যত সরখণ্ড নিবেদিল।
হেন মতে সব সখাগণে পরশীল॥
রন্ধন সদনে ধনী বঢ়াইয়া দিএ।
স্নেহে রাণী ক্রীষ্টে হৈলধর পরিশএ॥ ১০
সব সখাগণ যত লয়া নিজ সঙ্গে।
ভোজন করয়ে কৃষ্ণ হলধর রঙ্গে॥
ত্রিষঠী বিধি ব্যঞ্জন দিয়ে নন্দরাণী।
মধুমঙ্গলাদি সখা সঙ্গে বেণুপাণি॥
শ্রীহস্তসরোজে রাই দিএ শীথীরীনী।
আনন্দ হয়া ভুঞ্জে কৃষ্ণ নীলমণি॥
ভোজনে তৃপুতি হয়া শ্রীমধুমঙ্গল।
হাস উঠাইয়া কহে আনন্দে বিহ্বল॥
ভোজন সারিয়া দুগ্ধপাত্র করে ধরি।
কৃষ্ণমুখে নিবেদিল স্নেহে ব্রজেশ্বরী॥ ২০
ভোজন সারিয়া দুটি ভাই সখাবৃন্দ।
দন্ত শোধনী নিযোজ করে রামানন্দ॥

সুরত্ন পলঙ্কে মণিময় অঙ্কে দুটী ভাই পহুড়ীল।
আলট চামর খদিপথা ধরী দাসজনে বেঠ কল্য॥
তাম্বুল সেবন করে দাসজন হরিহলধর মুখে।
প্রেমসেবা করে শ্রীপদ্মপয়রে দাস পরিজন সুখে॥

স্নেহে যসবন্তী লঈঁয়া শ্রীমতী অবশেষ ভুঞ্জাইল।
সখীযূথ সঙ্গে বিনোদিনী রঙ্গে অবশেষ সেবা কল্য॥
শ্রীকর প্রক্ষালি ভুঞ্জে নাগবল্লী আনন্দ হয়্যাঁ রাঈ।
সর্ব অলঙ্কার শীথাএ সিন্দূর যশোদা দিলেন তায়ে॥
আলিঙ্গন করি সখী পরিবারি সভারে বিদায় কৈল।
রামানন্দ বোলে নমস্কার করি সর্বে নিজগৃহে গেল॥

পূর্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈ বিপিন মনুসৃতং গোষ্ঠালোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরং।
রাধাং চালোক্য কৃষ্ণ কৃতগৃহগমনা মার্যয়া কার্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্তৌ প্রহিতনিজসখী- বর্ত্মনেত্রাং স্মরামি॥ ১০

গোবিন্দলীলামৃতম্ ৫।১

দিবা সপ্তদণ্ড হৈতে বাজে শিংঘা বেণু।
শুনি নন্দগৃহে উঠি বসে রাম কনু্য॥
মুখ ধৌত করিয়াঁ সে বসিল হরষে।
সব সখাগণ মিলে দুটী ভাই পাশে॥
বসন কাছিয়া বেশ বান্ধিতে লাগিল।
শিখিপুচ্ছ চূড়া বান্ধ্যা জুড়াল মাতল॥
গুঞ্জরা পাটি মকর কুণ্ডল বিরাজে।
নয়নে কাজর নাসে সিন্ধুফল সাজে॥
কণ্ঠে হার ভুকরে বাহুটী বাহুবন্ধে।
কটীতে কিঙ্কিণী দাম নানা পরিবন্ধে॥ ২০
পয়রে নূপুর মলয়জ সদ অঙ্গে।
সখাগণ বেশ বান্ধ্যা দিল নানারঙ্গে॥
রঙ্গে দুটী ভাই নাদ করে সিংঙ্গা বাঁশী।
রামানন্দ বোলে সর্বে দেখ ব্রজবাসী॥

ছবি নটবর হরি হলধর সব সখাগণ সাথে।
দেখি আকুলিত নন্দরাণী চিত স্বর্ণ যষ্টি দিল হস্তে॥
কৃষ্ণর শ্রীমুখে আঘ্রাণ চুম্বন বারম্বার দিএ রাণী।
প্রবোধ বচনে সবি সখাগণে পুত্র নিবেদিলা আনি॥
গোপাল আনন্দ হয়্যা ধেনুবৃন্দ আগে লয়্যা উভারিলে।
ধেনুর শবদ সিংহাবেণু নাদ বিষ্ণুপদ উছলিলে॥
কি খীর সাগর পূর্ণ নিশাকর দেখি উল্লসিত হএ।
ব্রজবাসীগণ হেরএ নয়ন রায় রামানন্দ গাএ॥

সখাগণের মাঝে হরি হলধরে।
রূপ দেখি নন্দরাণী আকুল অন্তরে॥ ১০
কনকযষ্টি মুরলী সিংহা বেত দিয়া।
বলরামর সনে কৃষ্ণ দিল সমর্পিয়া॥
সকল বালকবৃন্দ প্র[বো]ধন কইল।
লয়া ধেনুবৃন্দ সবে বনেতে চলিল॥
ধেনুরব সিংহানাদ মুরলীর নাদ।
গোপাল শবদে উছলিল বিষ্ণুপদ॥
দুন্দুভিবাদ্য কি বা মঞ্চে হৈলা আসি।
দেখ্যা আনন্দিত হএ সব ব্রজবাসী॥
গ্রামের সমীপে রূপ নিরীখন করে।
বৃন্দাবনের সীমা হইতে বিচ্ছেদ অন্তরে॥ ২০
কেহ বলে প্রাণধন কৃষ্ণ বলরাম।
পিণ্ড থুআ প্রাণ লয়্যা গেল বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ভরে সব ব্রজবাসী।
স্তম্ভ স্বেদ কম্প অশ্রু মোহ জলে ভাসি॥

কে কাহার মুখে নীর করএ সিঞ্চন।
নন্দরাণী ঘরে গিয়া লয়া দ্বিজজন ॥

পুত্রের কল্যাণে রাণী বহু দান দিল।
কুন্দলতারে জটীলা সনে পাঠাইল ॥

বধূরে সূর্য পূজাইবে মধ্যাহ্ন বেলারে।
এ বাণী শুনিয়া রাই আনন্দ অন্তরে ॥

সখীরি সনে গৃহে চলে বিনোদিনী রাধা
রামানন্দ বোলে মনে উৎকণ্ঠিত শ্রধা ॥

কৃষ্ণের বিচ্ছেদে অতি পরমাদে ধনী চলে রাজপথে।
কৃষ্ণের বিরহে অঙ্গ টলমল দেখে বৃন্দাবন হৈতে ॥ ১০
দেখ গো ললিতে বৃন্দাবন হৈতে রামকানাই দুটী ভাই।
কেহ বলে চল ভেট নন্দবাল কে বলে এমনি নই ॥
পথে গুরুজন চলে ঘন ঘন বিলম্ব হৈতে বাদ।
এমনি বলিয়া চিত প্রবোধিয়া যেন নহে পরমাদ ॥
অতি উৎকণ্ঠিতে গমন করিতে নিজপুরে প্রবেশিল।
সখাগণ সঙ্গে দুটী ভাই রঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে মিলল ॥
সুশোভিত বন সুকোমল তৃণ দেখি ধেনুবৃন্দ চলে।
সঙ্গে সখাগণ কৃষ্ণ বলরাম খেলে রঙ্গ কুতূহলে ॥
সকল গোপাল যূথ যূথ হয়া বন ভ্রমণ করিল।
কেবল শ্রীমধু- মঙ্গল সুবল লয়া কৃষ্ণ বিহরিল ॥
রাধাকুণ্ড তীরে মিলল সখীরে রাধাভাব হৃদে লয়া।
তথা শশীমুখী সঙ্গ ভঙ্গে দুঃখী যাবটে মিলিল গিয়া ॥
সখী কুন্দবল্লী জটীলারে মিলি কহেন যশোদা বাণী।
তুমার বধূরে সূর্য পূজাইবে বোলিয়াছে নন্দরাণী ॥
এই কালে রাই সখী সমুদাই লয়া নমস্কারিল।
রায় রামানন্দ হয়া আনন্দ সূর্য পূজা শুনাইল ॥

জটীলা বোলএ কুন্দবল্লী তরতর।
বিধিমতে বিধি লয়া সূর্যপূজা কর॥
বধূ তোরে সমর্পণ কৈল যত্ন করি।
অত বোলা বৃদ্ধা গৃহ কর্মে গেল হেরি॥

তুলসীরে ললিতা যে বচন ভাষিয়া।
পুন বনে কৃষ্ণ গেল হেরিয়া সঙ্গীয়া॥
পুষ্পহার নাগবল্লী বীড়ী কৃষ্ণে দিব;
সঙ্কেতস্থান বুঝিয়া সত্বরে আসিব॥

অবিলম্বে চল তুমি শ্যামের অগ্রেতে।
শ্রীমতীরে লয়া কুঞ্জে চলিব গুপতে॥ ১০
শুনিয়া তুলসী তবে ললিতার বাণী।
কৃষ্ণমার্গ অনুসরি চলে বিনোদিনী॥

সূর্যপূজা উপহার লয়া সখী করে।
সখীগণ সঙ্গে রাই বাহির সত্বরে॥
শ্যামের উদ্দেশে রাই চলেন অধীরে।
প্রবেশিল বিনোদিনী রাধাকুণ্ডতীরে॥

নাগরের পাদচিহ্ন উদেসিয়া মনে।
দেখয়ে তমালতরুতলে নন্দকান্যে॥
উদ্দণ্ড হয়া শ্যাম দেখাছে নয়নে।
শ্যামরে হেরি তুলসী প্রেমানন্দ মনে ২০

উপহার দিয়া অগ্রে উভা বিনোদিনী।
দেখিয়া আনন্দ হৈল শ্যাম নাগরমণি॥
পুষ্পহার লয়া তার করে নিবেদিল।
রাইরে মিলাঅ তুমি শীঘ্র হৈয়া চল॥

শুনিয়া তুলসী চলে সভয়ে সত্বরে।
চন্দ্রাবলী সখী যেন না হএ দৃষ্টিরে॥

কৃষ্ণ গুঞ্জমালা লয়্যা বিনোদিনী গলে।
দিলেন তুলসী রাএ রামানন্দ বোলে॥

বিজএ শ্রীমতী বরগজগতি দিব্যচিন্তামণি স্থলে।
এ রতি পার্বতী শচীএ সাবিত্রী ছবি নিন্দা করে হেলে॥
কনক কুঙ্কুম চম্পক কুসুম ছবি নিন্দিত শ্রীঅঙ্গে।
কুঙ্কুম কস্তুরী এ আদি এ পরি বিভূষিত হৈয়্যা অঙ্গে॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি মুনিবর দেখিয়া মোহিত যাএ।
নীলাম্বর শাড়ী অরুণ উরুরু কি দেব উপমা তাএ॥ ১
কলহংস জিনি নূপুরের ধ্বনি বাদন করএ তারে।
সূর্যপূজা ভাব কৃষ্ণসঙ্গোচ্ছব জাত হয়্যাছে অন্তরে॥
তুলসী বদন অবলোকি মন অতি প্রলোভিত হয়্যা।
বিজে বিনোদিনী কৃষ্ণ সোহাগিনী বিশাখা কর ধরিয়্যা॥
সমুখে তুলসী হেথা মিলি আসি পুষ্পহার পহ্বারিল।
হাসি মন্দ মন্দ চন্দ্রাসখীবৃন্দ সঙ্গ বিভঙ্গ কইল॥
শুনি সখীগণ আনন্দিত মন পরানন্দ আভোগরে।
সঙ্কেত শুনিয়া আনন্দে মাতিয়া অবশ্য অনঙ্গশরে॥
প্রেমে পরিপূর্ণ বিনোদিনী মন সব সখী জনার সনে।
মাতি যৌবনে কর তোষ মনে সুগন্ধাদিযুক্ত বনে॥ ২
সূর্যপূজা ছলে সূর্যমণ্ডপরে মিলি রাই বিনোদিনী।
রায় রামানন্দ কইল আনন্দ সভা পূর্ণ যোগ জানি॥

কৃষ্ণ অনুরাগে রাই উৎকণ্ঠিত মনে।
কহএ মধুর বাণী সব সখী সনে॥

কুসুম তোলিতে আমি যাই বৃন্দাবনে।
সামগ্রী জাগিতে তুমি থাক এই খানে ॥
প্রিয় সখী লয়া যাই কুসুম কাননে।
কত কত সখী চন্দ্রাবল্লী অন্বেষণে ॥
তরুতলরে কিয়া এ রয়ে মন্দে মন্দে।
চন্দ্রাবলী বিহরয়ে সব সখীবৃন্দে ॥
তথা প্রিয় সখীগণে কৃষ্ণরূপ হেরি।
রাধাকুণ্ডতীরে বিহরএ হরি ॥
সুবল মধুমঙ্গল দ্বয় সখা সঙ্গে।
রবিরি তাপ নিবার এভাবে রত রঙ্গে ॥ ১০
কুসুম আলট করে লয়া ধীরে ধীরে।
দ্বয় সখা দ্বয় পার্শে আছেন সঙ্গরে ॥
শ্যামগলে বনমালা কি দিব উপমা।
কেবল একাগ্রচিত্ত কুথ্য প্রিয়তমা ॥
হেরিতে হেরিতে শ্যাম উৎকণ্ঠিত মনে।
রাইরি প্রিয় সখীগণে হেরিল নয়নে ॥
নাগর নাগরী ভেটা নিকট জানিল।
রাঈ রামানন্দ চিত্ত আনন্দে রইল ॥

ইতি পূর্বাহ্ন ॥ শ্লোক ॥

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত বিবিধবিকারাদি ভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্মাপ্তশাতৌ। ২০
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

গোবিন্দলীলামৃতম্ ৮।১

মধ্যাহ্নে দ্বাদশ দণ্ড দিন ঈশ প্রবেশ মধ্য গগণে।
রাধাকুণ্ডতীরে সখী সনে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ অবলোকনে ॥
কি দরিদ্র নিধি পূর্ণচন্দ্র অব্ধি একত্র হএ এমনি।
কৃষ্ণ অবলোকে বিসরিয়া দুখে তেমনি হইল ধনী ॥
অনঙ্গে দুখিনী হয়া বিনোদিনী কুসুম সমর ছলে।
এ নীল কঞ্চিত রসে মগ্নচিত সখী সৌভাগ্যিনী মেলে ॥
সর্ব অভিলাষ শোক দৈন্য হ্রাস অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া।
সকল সখিনী শ্যাম শিরোমণি চলে ইতস্ততঃ হৈয়া ॥
পরস্পরে কর গৃহীতে সত্বর হয়া বরতয়ে বনে।
নাগরমোহিনী সতী শিরোমণি ভাবালঙ্কারভূষণে ॥ ১০
কন্দর্প পণ্ডিতা সন্তাপ খণ্ডিতা যমুনাতীর মণ্ডনী।
সঙ্গে সব সখী লয়া শশীমুখী বিহার করয়ে ধনী ॥
মনমথ যোগ্য ক্রিয়া মহাতীব্র আরম্ভিল কুচকুম্ভে।
রায় রামানন্দ নিকুঞ্জ ঝুলন শোভা হেরয়ে আনন্দে ॥
৭।৭।৭।৭ .॰. ॥

নিকুঞ্জ কাননে ঝুলে কিশোর কিশোরী।
শোভা নিরেখি ঝুলাএ সব ব্রজনারী ॥
বিক্রম মণি মাণিক্য বিমান বিরাজে।
কি দিব উপমা দুহারে রত্নমাল সাজে ॥
সর্ব সখী হাস্য রঙ্গে ঝুলাই তরঙ্গে।
সুকুমারী রাই গৌরী মিলে শ্যামর অঙ্গে ॥ ২০
কিশোরী অঙ্গ পুলক শ্রীমতী জড়িতে।
হাস্যরস উছুলিল সব সখী হইতে ॥
বৃন্দাবতী যত্নঝুলা অত স্থির করি।
বিজে কুসুম কাননে কিশোর কিশোরী ॥

পুষ্পবন বিহরিতে পুষ্প তোলি রঙ্গে।
কি আনন্দ হয়্যা চিত মাতি কৃষ্ণ সঙ্গে
বসিয়া কুঞ্জকাননে ফুলর সমর।
হেরয়ে সজনীবৃন্দ হয়্যা রসভর॥

নিকুঞ্জ কানন স্থলী পুষ্পে দিশে শোভা।
ফুলযুদ্ধ কেবা করে হএ অতি লোভা॥
পুষ্পযুদ্ধ সারি তরুতলে বিশ্রামিল।
রায় রামানন্দ বোলে শ্রম নিবারিল॥ হে॥

কল্পতরুপুষ্প হরি পাএ তোষ মদন স্থন্দরী যেবা।
পাইয়া সন্তোষ আনন্দে অবশ কি তার উপমা দিবা॥ ১
সখীগণ সঙ্গে প্রেমের তরঙ্গে করে রস উদ্দীপনে।
অতি বিলক্ষিত হৈয়া সখী যূথ রতি রস প্রেম গানে॥
রসে ঢলি ঢলি মিলি সর্ব আলী যে যাহা কুঞ্জ সদনে।
পহুরিয়া স্থখে আনন্দ স্থমুখে নির্বৃতি হয়্যা মনে॥
উঠি দয় জনে কেলি কুঞ্জবনে করিয়া রঙ্গে ভ্রমণ।
কুস্থম সজ্জাতে বসি আনন্দিতে হেরে অন্যোন্য বদন॥
আলিঙ্গন দর দন্ত নখ ক্ষত বিবিধ চাতুরী রসে।
ব্যথা প্রকটনে রতি শ্রান্ত মনে শ্লথ ভেল অঙ্গ বসে॥
কেলি পরিশ্রমে নিকুঞ্জ কাননে আনন্দে উন্মত হইয়া।
ক্রীড়া পরিচ্ছন্দ চতুঃষষ্টি বন্ধ হরষ রসে মাতিয়া॥ ২০
অনঙ্গ উন্মত হৈয়া কান্তাকান্ত পরস্পরে মন তোষি।
কি উপমা তারে রতীশ্বর যারে পাদে অটে দাস দাসী॥
নারীশ্বর যুদ্ধ অনঙ্গ সম্বন্ধ আচ্ছাদিয়া অঙ্গবাস।
রায় রামানন্দ পরম আনন্দ সেবাএ বটে উল্লাস॥

মধু পানে মত্ত হৈয়া সব সখীগণ।
যারে যেই বৃক্ষ মাঝে করিল শয়ন॥
অষ্টদিকে অষ্টসখী নিকুঞ্জ সদন।
সেহি সখীবর্ণ সব নানা পুণ্য বন॥
শ্যাম পদ্মরাগাশ্রিত তত্র পূর্ণচ্ছবি।
মরকত স্বর্ণ যত তড়িত প্রভাবী॥
বসন ভূষণ পরিচারী হেন মতে।
হেন কুঞ্জে গিয়া শ্যাম মিলল গুপতে॥
যত সখী তত শ্যাম সুন্দর মূরতি।
কুঞ্জে কুঞ্জে প্রকাশিয়া আস্বাদিল রতি হে॥ ২০
রতি প্রাপ্তে রাই শ্যাম সব সখী লয়া।
রাধাকুণ্ডতীরে ধীরে প্রবেশিল গিয়া হে॥
জলকেলি করে শ্যাম সখীগণ লয়া।
এক আরে ফেলে জল আনন্দে মাতিয়া॥
শীতাতুরে অঙ্কুরিত হয়া রোমমালা।
রামানন্দ বোলে তীরে মিলে ব্রজবালা॥ ৮।৮।৮।৮॥

সারি অঙ্গ পোছা যেই যারে ইছা বস্ত্র পিন্ধি ব্রজবালা।
সান্তলিয়া কেশ সজাড়িয়া বেশ কুঞ্জে প্রবেশ হইলা॥
দিব্য উপভোগ নৈবেদ্য সংযোগ করে সব সখিগণে।
আঞ্চমন দিয়া কর্পূর বিড়িয়া মণ্ডিল মালা চন্দনে॥ ২০
স্বেদোদ্গম অঙ্গ পুলক বিভঙ্গ হেরি সব সখীগণে।
সুপুণ্য ব্যজন তাড়ে ঘন ঘন কুসুম সজ্জা সদনে
পরস্পরে করি শ্রম পরিহরি শয়ন করিল অঙ্গে।
হেরি সখীগণ মূরলী শুয়ন কৈল পরস্পর সঙ্গে॥
শ্রী অঙ্গ উত্তরি অধোদেশে করি লুকাইয়া সখীবৃন্দে।
জাগি ব্রজবাসী নিহারএ দাসী সুখ হেরে রামানন্দে

উঠিয়া হেরএ দ্বয় পাশে দ্বয় জনা ৷
সখী জনা নীর ঝরি কৈল্য নিয়োজনা ॥
সুরত্নে পালঙ্কে বিজে শ্যাম বিনোদিনী ।
সখী জনা তাম্বুল নিয়োগ কৈল্য আনি ॥
বৃন্দা আজ্ঞা দিল শারী শুক দ্বয় শিষ্যে ।
পক্ষীদ্বয় মুখে রাধা কৃষ্ণ রস ভাসে ॥
শারী পঢ়ে জয় জয় বৃষভানুপুত্রী ।
শুক পঢ়ে জয় গোপবর্ষ নরপতি ॥
শারী কহে জয় শ্যামসুন্দরমোহিনী ।
শুক কহে জয় শ্রীনাগর শিরোমণি ॥ ১০
শারী কহে জয় জয় রাই রসবতী ।
শুক কহে নন্দকুল উদয় সম্পত্তি ॥
শারী শুক ভাষণ শুনিয়া বেনী জনে ।
রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দিত মনে ॥
হেন রস দেখিতে আনন্দে শুক কহে ।
কোন খানে আছে বাঁশী বিদগধ রাএ ॥
শারী কহে রাইরে না দিঅ অপবাদে ।
শুনিয়া নাগর শ্যাম কহে হাস্য নাদে ॥
কুসুমের তলে আসি রাখিয়া মুরলি ।
নিদ্রিত হইল তুমি শুন প্রাণ আলি ॥ হে ॥ ২০
বাঁশী আমার ধন কউড়ী বাঁশী আমার প্রাণ ।
বাঁশী লাগি তুমি আমার হৈয়া বিপ্রধন ॥
রাই বলে চৌর্যপ্রকৃতি আমি তোমার জানি ।
গোপপুরে হেরি তুমি চোরাঅ নবনী ॥

ললিতা বিশাখী কহে তুমার অগোচর।
কোনখানে রাখিয়াছু কহব আমার ॥
চন্দ্রাবলী সখী হেন আমাকে ন মান।
বাঁশী তোমার কে বা নিল তুমি পরিমাণ ॥
শ্যাম কহে যেই আমারে বাঁশী আনি দিবে।
আমি তারে লখে চুম্ব প্রতিমূল্য দেবে ॥
শুনিয়া শ্রীমতী কহে বনপশু জীবে।
লয়াছিলে তাহা তুমি কী বা দান দিবে ॥
নাগর বোলএ তাকে আমি চুম্ব দিব।
শুনিয়া সজনী সব বাঢ়ল উছব ॥ ১০
অনঙ্গ রাজারে প্রশংসিল সব সখী।
রায় রামানন্দের সফল হৈল আখি ॥ ১৭

হেন কাল জানি বৃন্দা ঠাকুরাণী পাশাগার নিয়োগিল।
সব সখীবৃন্দে হৈয়া আনন্দ হস্তে কোঠী নির্মানিল ॥
কিশোর কিশোরী করে পাশাকেলী সব দিগে ব্রজবালী।
রাধা সঙ্গে দূতী শ্যাম বৃন্দাবতী খেলএ কর প্রসারী ॥
পাশা পীতকরী শ্রীকৃষ্ণ মুরলী রাইর মুকুতা হার।
সনমত করি কিশোর কিশোরী পাশা খেলে বারম্বার ॥
দূতী পাশা দান বচন প্রমাণ বৃন্দা শার না চলিল।
সব সখীগণে আনন্দিত মনে শ্যাম বাঁশী লয়া গেল ॥ ২০
শ্যাম কহে শুন সব সখীগণ হারজিত বেনিবার।
অব যেবে হারি তবে দিতে পারি লখে চুম্ব দান আর ॥
অত বলি হরি গণেশ স্মরি পাশা দণ্ড পেলাইল।
পঞ্চ অতি দান পড়িল তখন শ্যাম নাগর জিনিল ॥

ব্রজরাজ সুত হৈয়া উশত জিনিয়া লেখে চুম্বন।
খেল নিবর্তিয়া হৃষ্টমন হৈয়া রাই করে আলিঙ্গন ॥
শ্যামে বাঁশী দিয়া বিদায় হইয়া সব সখী পশু বনে।
কুসুম চয়ন করি সখীগণ একত্র হইয়া কাননে ॥
হুজিতে খোজিতে একত্র হইতে মিলিয়া সুযমণ্ডপে।
পুছাপুছি হইয়া ভ্রম বিসোরিয়া ইষ্টপূজা উদ্দীপিতে ॥ ৯
সভ য়েকি মন হইল মধ্যাহ্ন শেষ সময় হইল।
পূজা উপহার যেনি বারম্বার পূজা মণ্ডপে মিলিল ॥
পরস্পরে বাণী কহএ সজনী কে করে সূর্যপূজন।
রায় রামানন্দ হয়াছে আনন্দ আসিবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ॥ ১

হেন কালে পূজা স্থানে জটীলা মিলল।
সখীজনা হেরি মনে সকুঞ্চিত হইল ॥
জটীলা কহএ কি বা পূজা কর তুমি।
তিনি যাম পথে ফিঙ্গি হইল দিনমণি ॥
শুনিয়া শ্রীমতী মনে সঙ্কুচিত হয়া।
হেন কালে কুন্দলতা প্রবেশিলা গিয়া ॥
জটীলার সনে কহে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
এক দ্বিজ না দেখিলুঁ পূজার নিমিত্তে ॥
নিমিত্ত করিয়া আছে কংস যে রাজন।
তরতরে বিদুজন কর্য্যাছে বরণ ॥ ২০
হেন কালে পুন কহে কুন্দলতা সখী।
পুন আগমন কালে এক বিপ্র দেখি ॥
মথুরা নিবাসী সেই সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
গতাগতা মাত্রে তার অতি বিচক্ষণ ॥

জটীলা কহেন তুমি অবে ফেরা যাবে।
দুঃখ নিবেদিয়া তারে সত্বরে আনিবে॥

শুনিয়া জটীলা বাণী কুন্দলতা গেল।
রাধাকুণ্ড তীরে শ্যাম সত্বরে ভেটিল॥

সুবল মধুমঙ্গল বেনী সখার সনে।
বিজে করিয়াছে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

কুন্দলতা গিয়া সব দুখ নিবেদিল।
তবে নন্দসুত ব্রহ্মচারী বেশ হইল॥

দণ্ড কমণ্ডলু পাত্রী অরুণ বসনে।
সুবল মধুমঙ্গল বেনী শিষ্য সনে॥ ১০

আদিত্য মণ্ডপে গিয়া প্রবেশ হৈল।
স্তুতি উপচারী সূর্যে নমস্কার হৈল॥

বধূলয়া জটীলা সমীপে মিলে আসি।
রামানন্দ বোলে শুভ বাঞ্ছে ব্রজবাসী॥

জটীলা কুটীলা এ কবি ভাষা না চিহ্নল শ্যামরূপে।
মধুমঙ্গলের বচন মঙ্গল বারিয়া কহে সমীপে॥ ১
তুমি বটু কেনে আসিঅঁ এখানে না কর সূর্যার্চনে।
শুনি মধু বোলে রাজকার্য করি এথা নহে সুঘটনে॥ ২
অবে তুমার ভাগ্যে সব ব্রহ্ম আচার্যে মিলিলে পূজা করিতে।
বিলম্ব না করি যতএ সামগ্রী সঙ্কল্প করায়া তাতে॥ ৩ ২০
* * * এমনি বলিয়া বসে বটু ব্রহ্মচারী।
কুশজল লয়া সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী চাহে নিরোলী॥ ৪
বেদান্তী ব্রাহ্মণ বাক্য পরিমাণ মঙ্গলাদি উপচারে।
জপ হোম স্তুতি করায়া শ্রীমতী দেবতা প্রণাম করে॥ ৫

স্তুতি নিবেদন	ব্রহ্মচারী পুন	করে সূর্যদেবতারে।
অক্ষত লইয়া	শিরে কর দিয়া	পুন আশীর্বাদ পড়ে ॥ ৬
ব্রহ্মচারী পাদে	প্রণমিল রাধে	উঠি কর দিল শিরে।
কুন্দলতা সনে	জটীলা বচনে	কহয়ে মন্দমধুরে ॥ ৭
কহ দেখি হস্ত	দেখিয়া বৃত্তান্ত	এ বধূর কর্মফল।
শুনি ব্রহ্মচারী	নারায়ণ স্মরি	শ্রুতিপুটে দিল কর ॥ ৮
স্তিরীর স্পরশে	আমার লাগে দোষে	শুনি তোমার বধূ সতী।
এমনি বলিয়া	বধূ কর ধরি	ব্যাক্য কহে ব্রজপতি ॥ ৯
'কি নাম বধূরে	কহিও আমারে'-	কুন্দবল্লী বোলে রাধা।
শুনি ব্রহ্মচারী	রাইকর ধরি	লক্ষণ কহিতে শ্রধা ॥ ১০।১০
চারি সৌভাগ্য	কুলের স্বভাগ্য	সব গুণে নিযোজনে।
ব্যাস বালমীক	শুক আদি যত	কে অবা যোগ্য কথনে ॥ ১১
শুনিয়া জটীলা	প্রণমি কহিলা	এ বধূ তোমার দাসী।
কলুঁ নিবেদন	এ নিত্য নূতন	পূরা করাইবে আশী ॥ ১২
শুনি এ বচন	নন্দ সুত কান্থ	মনে আনন্দ হোইল।
রামানন্দ বোলে	সূর্য পূজাবিধি	যথোচিতে নিবড়িল ॥ ১৩
		১৩।১৩।১৩ ॥

বিদায় হইয়া শ্যাম দ্বয় সখা সনে।
গড়ুপাত্রী প্রসাদ লইল ততক্ষেণে ॥
সুবলের করে গড়ুপাত্রী নিবেদিল।
মধুমঙ্গল আদি প্রসাদ বাঞ্চিল ॥ ২০
দূর বন গিয়া হইল বনবেশধর।
সব সখাগণর মাঝে রামদামোদর ॥
হাস পরিহাস নর্ম ক্রীড়া কউতুকে।
সখাবৃন্দ সনে বেনী ভাই একে একে ॥

তথা বিনোদিনী সব সখীগণের মাঝে।
জটীলার পিছে পিছে গৃহে হৈল বিজে॥

ব্রহ্মচারী প্রশংসিত করে পরস্পরে।
জটীলা বোলেন বটু মহা মনোহরে॥

কুন্দলতা কহে আমি দেখিয়াছু তারে।
রাধিকারে ভক্তিভাবে মহাপ্রীতি করে॥

হৈয়া প্রসন্ন আজ দিল দরশন।
আজ জানি মনোরথ হবে আমার পূর্ণ॥

কেহ বলে বটু মুখে মন্দ মন্দ হাসে।
আমি জানিয়াছি কিছু মায়া অছি বেশে॥ ১০

হাসি কহে যত যত কামের কতুরী।
শ্রুতি স্মৃতি পরিপূর্ণে কেহ নহে সরি॥

পরস্পরে কথা হয়া সদনে চলিল।
রামানন্দ বোলে মধ্য কাল সে হইল॥ ১১।১১।১১।১১॥

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে ক্লিপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাং।
শ্রীকৃষ্ণং চাপরাহ্নে ব্রজমনু চলিতং ধেনুবৃন্দৈ র্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ১৯।১

গিরি গোবর্ধন হরি বলরাম সখাগণ সঙ্গে লয়া।
বাল্য খেলারসে মাতিয়া হরষে সকলে একত্র হয়া॥ ২০
কহেন সুবল আহে হরিবল হয়াছি দিবস শেষ।
এথা বড় দূর নন্দীশ্বরপুর শুনিয়া সাজল বেশ॥

নীল পীত কাছ	কটিতটে স্বচ্ছ	ভালে শোহে রঙ্গ রেখা।
শিরে তালিপত্র	অটে পুষ্পযুত	শ্রীঅঙ্গে রঙ্গ মৃত্তিকা॥
কিরীটি কুণ্ডল	বলয়ে বাহুটি	ফুলে ফুলে সবশোভা।
হৃদে বনমাল	রঙ্গবাসফের	তাএ কি উপমা দিবা॥
হেন কালে দাম	কহে ঘনশ্যাম	দূরে গেল ধেনুবৃন্দে।
সখাগণ বাণী	শুনি বেণুপাণি	হৃদয়ে চিন্তিল ফান্দে॥
গোবর্দ্ধন শিখে	বংশীস্বনে ডাকে	করি শ্যামলী ধবলী।
হে গঙ্গে হে গাএ	হংশী বংশী প্রিয়ে	একখানে হয় মেলী॥
শুনি বংশী স্বন	সব ধেনুগণ	সবে মুখতৃণ লয়া।
নিস্বন করিয়া	চান্দমুখ চায়া	সমীপে মিলল গিয়া॥ ১
কেত রশপত্রী	কেবা ফুলছত্রী	কে পত্র মহুরী রাবে।
রায় রামানন্দে	ভাসিয়া আনন্দে	মঙ্গলে রহল সবে॥ ৮।৮

গোবর্দ্ধন শিখরু উত্তরি দুটী ভাই।
ব্রজসুত সঙ্গে লয়া আনন্দিত হোই॥
কুসুম আলট কেহ কুসুম চামরে।
কুসুম ব্যজন লয়া বিঞ্চে ধীরে ধীরে॥
কেহ কুসুম অঞ্জলি প্রদান করই।
তার মধ্যে শোভে রাম কান্হাই দুটী ভাই
ধেনু মধ্যে দুটী অত্যন্ত শোভন।
কি কহিব শোভা তার অতি অনুপাম॥ ২০
গোকুল রাজার ছৈল গোকুল নরেন্দ্র।
শোভা বর্ণিতে না পারে ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র॥
কর প্রসারিয়া মধু সুকল্যাণ করে।
হলধর কহে কীট আছয়ে কন্দরে॥

মধু বোলে যেই আছে তোমার কী আছে।
শ্রীরামকে কহিয়াঁ মধু হাসি পছ ঘুকে ॥
মধু কহে সূর্যপূজা প্রসাদ আমারে।
রাম কহে তাএ কিছু দব হে আমারে ॥
মধু কহে দ্বিজদ্রব্য হরিতে মহাপাপ।
রাম কহে খাইতে পবিত্র হয় আপ ॥
শ্রীরাম নেত্র ঠারিল সব ব্রজবালে।
মধু দ্রব্য লয়াঁ পলাও কিছু দূরে ॥
মধু কহে তুমার দিবেন অভিশাপে।
অভিশাপ হইতে তোমার বংশ হইবে লোপে ॥ ১০
যবে আমাকে সে খির পান ভরি দিব।
তবে এক মহা ক্রোধ শান্ত আমার হেব ॥
রাম কহে য়াকে খীর করাইবে পানে।
তবে তার ক্রোধশান্তি হইবে যতনে ॥
বড দুষ্ট এহ বিপ্র অটে মহাকোপী।
কর্ম ধর্ম নাহি তার অত্যন্ত প্রতাপী ॥
রায় রামানন্দ কহে কৃষ্ণের বচনে।
শান্তি হইল এ সবে ব্রজপুরাঙ্গনে ॥ ১৬

হেন কালে দিন হৈল অবসান স্নবল কহে সখারে।
সব সখাগণে খেলে নিমগনে অবে চল যাব ঘরে ॥ ১ ২০
মাতা পিতাগণ করিবে ভৎ'সন শুনিয়া মুরলীধারী।
দিল বংশী স্বন শুনি ধেনুগণ চলে হেম্বা রব করি ॥ ২
পাছে গোপবৃন্দ হইয়াঁ আনন্দ চলে হৈ হৈ বলে।
রাম ঘনশ্যাম আনন্দিত মন চলে মহাকুতূহলে ॥ ৩

শীংহা বেণু বংশী ধেন্থু রব মিশি আকাশ উছুলে নাদে।
সব ব্রজবাল লৈয়া নন্দবাল করয়ে নানা শবদে ॥ ৪

হেরি দেববৃন্দে ডুন্দুভি শবদে নানা পুষ্প বারিথয়ে।
ধ্যান তেজি মুনি শুনে বংশীধ্বনি কি দেব উপমা তাএ ॥ ৫

হেন কালে রাই আনন্দিত হোই মিলিয়া নিজ সদনে।
পাদ পখালিয়া শুচীবস্ত্র হোইয়া সব সখী জনার সনে ॥ ৬

কুসুমিত হার মলয়জ সার কর্পূর তাম্বুল বীড়ী।
করিয়া নির্মাণ সব সখীগণ মিলিল যে যাহা পুরী ॥ ৭

কীর্তিদা নন্দিনী শরপুলী ননী পীষ্ট মিষ্টক আদি।
করিয়া শুচিতে শ্যামের নিমিত্তে সম্পাদিল নানা বিধি ॥৮ ১৽

হেন কালে দাসী রাইপুরে আসি সুবাস জল লয়া।
করায়া মার্জন অঙ্গ সুমদন ত্রিবিধি স্নান করায়া ॥ ৯

বেশ গৃহে ধনী স্বর্ণকান্তি জিনি প্রবেশ হয়া হরষে।
রামানন্দ কহে সহচরী চয়ে করয়ে বিজ্ঞিতি বেষে ॥ ১০

মৃগমদ [াং] শুক কর্পূর সুগান্ধি চন্দনে।
করয়ে রাইরে বেশ সব সখীজনে ॥
শোভা বিলোকন করি কৃষ্ণ উৎকণ্ঠিতে।
শুনিয়া মুরলী স্বন স্থির নহে চিতে ॥
স্তম্ব কম্প স্বেদ পুলকিত বপু হয়াঁ।
ঘন ঘন চলে ধনী অধর্য ত হইয়াঁ ॥ ২০
জগতী বিহার করে রাই বিনোদিনী।
গ্রামের সমীপে হলধর নাগর মণি ॥
বেণু বাঁশী সিংহ নাদে পূরিল অবনী।
আঙ্গুলিতে দেখায়াঁ হেরএ স্বজনী ॥

হের এ গো বিনোদিনী শ্রীরাম কান্হাই।
বাছুড়া বিজএ কৃষ্ণ ধেনু বৃন্দ ঘেনি॥
যেন হংস পংতিমান সরোবরে যাই।
পূর্ণচন্দ্র দেখি যেহ্নে সিন্ধু উছলই॥

গোপগণ সব হি হি হয় বোলি ডাকে।
সখাগণ মাঝে দুয় ভাই জন থাকে॥
ত্রিভঙ্গী হয়া চলে রাম বংশীধারী।
ঘন ঘন হয়া বাজে মঙ্গল মহুরী॥

ব্রজবাসী জন সবে বিলোকন করে।
মঙ্গলা রোপণ হইয়া সব জনার দ্বারে॥ ১০
রায় রামানন্দ বলে হইয়া আনন্দে।
সখাগণ লয়া ব্রজে বিজে শ্যামচান্দে॥ ১

হের হের সই শ্রীরাম কান্হাই সব ব্রজবাল সনে।
নবলতাগণ শ্রীঅঙ্গে ভূষণ ত্রিভঙ্গে করে গমনে॥
শিখি পুছ চুল শ্রবণে কুণ্ডল তনু জিনি নব ঘনে।
স্বেদ বিন্দু ঝলি তাএ গরুধূলি শোভিত দিশে বয়ানে॥

হৃদে বনমাল কটীতে দুকুল চরণে নুপূর সাজে।
যেরূপ হেরিতে রাই বিনোদিনী ডুবে প্রেমসিন্ধু মাঝে॥
প্রেমে গরগর আনন্দসাগর ডুবে রাই বিনোদিনী।
সখী রঙ্গ চয়ে ত্যজি লাজভয়ে অস্তগত দিনমণি॥ ২০

দরশনামৃত পানে রাইচিত মহা নিমগন হৈল।
রাই দরশনে শ্যামনেত্র কোণে আনন্দে অশ্রু বহিল॥
পরস্পর মুখ হেরি মহাসুখ জনে না জানে সজনী।
অটালির সীমা ব্রজের চন্দ্রমা জিনি গেল নাগরমণি॥

রত্ন দীপাবলী লয়্যাঁ অর্ঘ্যস্থলী যশোদা মিলল দ্বারে।
রায় রামানন্দ হয়্যাঁ আনন্দ কি দিব উপমা তারে॥ ৭।৭।৭

ধেনুগণ সব গোষ্ঠে সম্ভাদীত হৈল।
হেন কালে রাম কান্থাই নিজগৃহে হৈল॥
দেখিয়্যাঁ রোহিণী যশোবন্তী বেনী মায়ে।
স্তন্থ ক্ষীর ঝরে নেত্র নীরধার বহে॥
অঙ্গুলী ফিরায়্যাঁ করি সখীরে দেখাএ।
আমার ললিতা পিতুলীকী খ[ং]জনক॥
নিরবধি বৃন্দাবনে গোচারণ করে।
হিতবাক্য ন মানিয়া না রহে যে ঘরে॥ ১০
গোপবাল সঙ্গে খেলা অবিশ্রাম করে।
যেন কানই তেন বলোই হইল মোহরে॥
হেন কালে দুটি ভাই মাতারে মিলল।
যশোদা রোহিণী দোঁহার কোলেতে বৈল॥
বেনী মাতা অলিন্দতে দঢ়ে বাসাইয়্যাঁ।
সুবর্ণের পাত্রে দীপাবলী নিউছিয়্যাঁ॥
কোটি চন্দ্র জিনি রাম কান্যাই বদন।
চতুর্দিগে সখাবৃন্দ সুনক্ষত্রগণ॥
অবয়ব অলঙ্কার কি দিব উপমা।
চতুর্দ্দশ ভুবনে যাহার নাহিক সমা॥ ২০
যার পরিবার ব্রহ্মা শিব দেব বৃন্দে।
ব্রজবাসীগণ তপ কেবা মুখে বন্দে॥
অন্ন নিউছিয়্যাঁ রানী গেল নিজ ঘরে।
রায় রামানন্দ বোলে আনন্দ অন্তরে॥

যশোদা রোহিণী	রাম কানাই ঘেনি	কনক বেদী উপরে।
সুবাসিত বারী	ঝরী করে ধরি	নিয়োজন কলে ধীরে॥
ব্রজবাসী যত	হৈয়া উৎকণ্ঠিত	আপনা গৃহে মিলল।
শ্রীঅঙ্গে সেবিত	সখাগণ যত	শ্রীঅঙ্গ সেবা করিল॥
সুবাসিত নীর	ঘেনিয়া তৎপর	শ্রীঅঙ্গে নীউতী রঙ্গে।
প্রোছন বসন	শ্রীঅঙ্গ মার্জন	করএ প্রেম তরঙ্গে॥ ৩
নীলপীত বাস	পহুরায়া দাশ	সুবেশ আরম্ভ কৈলা।
রায় রামানন্দ	হৈয়া আনন্দ	বেশ নিরীক্ষণ কৈলা॥ ৪

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজদয়িতকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠম্
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুন র্ভুক্তবন্তং স্মরামি॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ২০।১

সায়ং হৈতে বৃকভানু রাজার নন্দিনী।
অট্টালী তেজিয়া নিজ গৃহে মিলে ধনী॥ ১০

সদনে মিলিয়া নিজ পলঙ্কে বসিল।
ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া তামদি নাশিল॥

পাদরেণু ঝাড়ি দাসী বসাইল আসনে।
সমীপে বসি ললিতা আদি সখীগণে॥

কি উপমা দিব তারে লাবণ্য বরণে।
কত কোটী লক্ষ্মী যার সেবে শ্রীচরণে॥

কনক দর্পণ মুখ জিনি কুন্দদন্তী।
সুনীল বসন যার কি বর্ণিব জ্যোতি॥

পীন স্তন পরে মুক্তা হার তার সাজে।
সিংহকটি কৃশোদর অত্যন্ত বিরাজে॥
শ্রীভুজ শোভন জানু কনকর রম্ভা।
শ্রীচরণ বিকশিত কোকনদ আভা॥

হেন কালে কৃষ্ণ শোভা চিন্তিয়া নাগরী।
বিশাখার মুখ হেরি কহে কর ধরি॥
শুনগো বিশাখে আমি অটালী বিহারে।
কৃষ্ণ শোভা হেরি বাধে মনমথ শরে॥

স্তম্ভ কম্প. মানে গাত্র হইল পূরণ।
নিরবধি ঝুরে আমার এ দুটি নয়ান॥
শুনিয়া ললিতা প্রাণপ্রিয়ার বচনে।
কৃষ্ণভক্ত সামগ্রী করিল নিবেদন॥

সরপুলী আদি কিছু একত্র করিয়া।
তুলসীর হস্তে তবে দিল পাঠাইয়াঁ॥
নন্দীশ্বরে প্রবেশিল সুভগা সুন্দরী।
রামানন্দ বোলে গাইবি পদ অনুসরি॥ ১১

মিলিয়া তুলসী কৃষ্ণরসে রসি নন্দীশ্বরে বন্দীপুরে।
সব সখী মেলে ধনিষ্ঠার করে সামিগ্রী সমর্পি দেলে॥

আনন্দে বিভোলে সুবেশ মন্দিরে প্রবেশ হইল ধনী।
এথা যশোবন্তী রামকৃষ্ণাকৃতী প্রদীপ ধরিয়া চিহ্নি॥

কৃষ্ণ চন্দ্রানন দেখি রানী মন আকুলে হোইল ভোল
সর্বাঙ্গ দেখিতে বিভলিত চিত্তে বোলে হইয়াঁ আকুল॥

ওরে নীলমণি বৃন্দাবনে ভ্রমি কত কাণ্টা চুএ পাএ।
যশোবন্তী প্রেম দেখি নবঘন সুন্দরে বোলিছে মাএ

শুন ত গো মায়ে ধবলীর ঝীয়ে যত [ভু]লাইল মোরে।
কত তার কথা নিবেদিবু কুথা কি কহিবু আমি তোরে॥ ৫
শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণসুখপ্রদা হয়্যা আনন্দ মনে।
বস্ত্র সুপাত্রীর পরে লয়্যা তার বাসায়্যা তুটি নন্দনে॥
এ কালে তুলসী রসার্ণবে ভাসি মিলিয়া কৃষ্ণর সনে।
শ্রীখণ্ডী চন্দন মাল আদি লয়্যা কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
মানসিকে কৃষ্ণে নিবেদন কলা যশোদা হয়্যা সঙ্গে।
মিলিয়া যাবটে শ্রীমতী নিকটে প্রবেশ হোইলা রঙ্গে॥
শ্রীখণ্ডী চন্দন ধরি দ্বি জনান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গে দিয়া।
মাল্য আভরণ করি পুন পুন চন্দ্রমুখ নিরেখিয়া॥ ১০
মুখ পূর্ণ ইন্দু চন্দনরে বিন্দু কীবা তৃতীয় চন্দ্রমা।
চন্দ্রমা সুহাস করে পদে বিংশ চন্দ্রকী দেব উপমা॥
নন্দর মন্দির পাপ অন্ধকার নাশ করিবার তরে।
চন্দ্রমুখ এথা প্রকাশ হয়্যাছে কী করে পাপান্ধকারে॥
হেন মতে সব অঙ্গ শুভ্রমন্ত যত্নে করি সখাগণ।
রামানন্দ বোলে কী করতে পারে পাপ তাপ দুয় জন॥ ১২।১২।
১২।১২।১২।১২॥

ধরি কৃষ্ণমাত বেনী পুত্র হাত ভোজন মন্দিরে লয়া।
কনক আসনে বসায়া সুমনে পরিবেশন করিয়া॥
রাধা উপহার করি পুরস্কার নিয়োজি যথা বিধানে।
উদক সরস করি হসহস হরি হর দ্বয় জনে॥ ২০
আনন্দ হইয়া মন্দ মন্দ করি ভোজন করএ রঙ্গে।
সর খীর আদি যতেক প্রসিধি সব সখাগণ সঙ্গে॥

সারিয়াঁ ভোজন	শ্রীনন্দনন্দন	যত্নে করি অচমনে।
ভুঞ্জিয়াঁ তাম্বুল	হাস্য পরিমল	শ্রীমধুমঙ্গল সনে ॥ ৪
দেখিয়াঁ তুলসী	হাস্য রসে ভাসি	কৃষ্ণের ভোজন লীলা।
ধনীষ্ঠ লইয়াঁ	যতন করিয়াঁ	অবশেষে পাত্রে দিলা ॥
সব সখীগণে	মিলিয়াঁ যতনে	অভিমন্যু পুরে মিলি।
হেরিয়াঁ রাধিকা	কৃষ্ণস্নেহাধিকা	আনন্দ কে পারে কলি ॥
অবশেষাত্মন	করি সখীগণ	সঙ্গে রাই বিনোদিনী।
তাম্বুল সেবন	করে হৃষ্টমন	হয়াঁ আনন্দ বর্ধনী ॥
সঙ্কেত শুনিয়াঁ	আনন্দিত হয়াঁ	মনে তাপল অনঙ্গে।
হেন কালে হরি	সখা সঙ্গে করি	গোষ্ঠে প্রবেশিল রঙ্গে ॥ ১০
সব ধেনুগণ	কুমুদিনী বন	তাএ শশী মধুকর।
ধেনু বৃন্দ নাম	ধরিয়া মোহন	ডাকএ বেণু সুস্বর ॥ ৯
নীলা চান্দী আদি	যতেক প্রসীধি	ডাকে মন্দ মন্দ স্বরে।
তাএ গীত নাদ	দোহন শবদ	কী বা গর্জে জলধরে ॥
তথা বাঁশী ধ্বনি	শুনি বিনোদিনী	অট্টালিকা পরে রঙ্গে।
রামানন্দ বোলে	কৃষ্ণ [গো]দোহেন	অবলোক ভুরুভঙ্গে ॥ ১১

দোহন সারিয়াঁ রাম কানাই দুটি ভাএ।
গঙ্গা যমুনাদি যত শ্রেষ্ঠ ধেনু তাএ ॥
বচ্ছাগণ পিয়াইয়াঁ আশ্বাসি সভারে।
কোন ধেনু গণ্ডস্থল আশ্বাসনা করে ॥ ২০

নিজপুরে পয় লয়াঁ সখাগণর সনে।
মন্দ মন্দ হয়াঁ পথে চলে রাম কান্তে ॥
উর্দ্ধমুখ হয়াঁ অটালী নিরীক্ষণে।
মন্দ মন্দ হাসি মুখে কহেন বচনে ॥

সুবলের কর ধরি চলে ধীরে ধীরে।
মধু মধু করি কহে চলহে সত্বরে॥
ক্ষুধার আতুরে মধু গমনে সত্বর।
অট্টালিকা বিলোকনে কৃষ্ণরসভর॥

দুঃখসুখভরে কৃষ্ণ নিজ গৃহে আসি।
দেখিয়া যশোদা রানী প্রেমজলে ভাসি॥ ৭
সখাগণর সনে পাদ ধৌত করে রঙ্গে।
ভোজন মন্দিরে ঘেনি সব সখা সঙ্গে॥

শাল্যন্ন সঘৃত খণ্ড দুগ্ধ খির পুলি।
নানাদি পিষ্টক যত অমৃত প্রচুরী॥ ১০
বাৎসল্য স্নেহে যশোদা করএ বেশন।
সখা সনে ভুঞ্জে রাম কাহ্নাই দুটি জন॥

ভোজন সারিয়া রত্ন পলঙ্কের পরে।
তাম্বুল ভুঞ্জায়ে মিলি সব পরিচারে॥
হাস্যরস প্রেমবত কহনা না যাএ।
রামানন্দ বোলে রূপ বল্লী হারি যাএ॥

হেন কালে বিনোদিনী কৃষ্ণ দরিশনে।
জগতীর পরে উৎকণ্ঠিত হএ মনে॥
নিজপুরে মিলিয়া প্রেম আচ্ছাদিল অন্তে।
গৃহকর্মে সব গুরুজনার সঙ্গতে॥ ২০

যত গুরু পরিজন আপনা মন্দিরে।
সব জনার ভোজন করাইল তোষ ভরে॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে ভোজন করিল।
আপনা মন্দিরে স্বর্ণ পালঙ্কে বসিল॥

সখীজন তাম্বুল চামর করে ঘেনি।
চৌপাশে বেষ্টিত মধ্যে রাই বিনোদিনী ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ শুনিয়া সখীগণ।
অবিলম্বে তুঅ বেশ বোলে ঘন ঘন ॥

হেন কালে পঞ্চদণ্ড প্রবেশ রজনী।
নন্দরাজ সভাতে বিজয়ে ভাই বেনী ॥
মন্দ মন্দ হাসি নন্দের সনে প্রবেশিল।
সভাজন হেরি তুহাঁ আনন্দ হইল ॥

নন্দরাজা কোল করি আনন্দে ভাসে।
অকলঙ্ক চন্দ্র মুখে চুম্ব দিয়া তোষে ॥ ১০
সখাবৃন্দ তারাগণ মধ্যে রাম হরি।
গুণীজন গান করে নৃত্যবাদ করি ॥

রামকৃষ্ণ যত কীর্তি নন্দের সনে গাএ।
রামানন্দ বোলে সুখ কি কহিবুঁ তাএ ॥ ১১

ধন্য নন্দ রায় এ হেন তনুজ কুল ভাগ্যে যেহো হয়ে।
নৃত্য গীত গানে বাদ সুবিধানে সব গুণিগণ গায়ে ॥
রাম বনমালী সভা মধ্যে কেলি করেন কেমনি রঙ্গে।
কেহ কার কর ধরিয়া আদর করিয়া কহে প্রসঙ্গে ॥

গীত আস্বাদন করয়ে মোহন গুণিজন সভার মাঝে।
নন্দরাজামন হইয়া প্রসন্ন গুণিজন ধন দিয়ে ॥ ২০
মাতা যশোবন্তী পুত্র স্নেহে মাতি যেকালে ধাত্রী পেসীল।
ত্বরিতে সভাতে প্রবেশ হইতে রামকৃষ্ণ পুরে নিল ॥

ধুয়াযা পয়র কৃষ্ণ হলধর বৈঠল যশোদার সনে।
দেখি যশোবন্তী আনন্দিত মতি কিছু করাইল ভোজনে ॥

সর লুচি কন্দ ভুঞ্জিয়া গোবিন্দ হলধর দুটি ভাই।
রতন পালঙ্কে বিজে কল সুখে কি দিব উপমা তাই॥
বিড়িয়া ভুঞ্জিয়া আনন্দিত হৈয়া করে পালঙ্ক বিহার।
কহে রামানন্দ হইয়া আনন্দ কী কহব সুখ তার॥ ৭

পলঙ্কেতে বসি ভুজ মিশামিশি মধু সনে নব রঙ্গে।
হাসি হাসি শ্যাম কহেন বচন ভাসিয়া প্রেম তরঙ্গে॥
কৃষ্ণ হলধর নীলপীতাম্বর কী দিব উপমা তাএ।
সুদামাদি সনে তাম্বুল ভোজনে কহিতে উপমা নয়ে॥

যশোদা রোহিণী কৃষ্ণ হলপাণি রত্নশয্যাতে বসিয়া।
নিদ্রা করাইয়া আনন্দিত হইয়া নিজপুরে মিলে গিয়া॥ ১০
নিজ পরিকর কৃষ্ণহলধর সেবন করেন রঙ্গে।
পালঙ্কে শয়ন পঙ্কজনয়ন দাদা হলধর সঙ্গে॥

নিজ নিজ স্থানে মিলি সখাগণে শয়ন করিল সুখে।
সখা অন্তরঙ্গ বাক্যের তরঙ্গ বেনীজন পরিমুখে॥
লয়া স্বর্ণ ঝরী সুবাসিত বারি ধুয়া শয্যা মন্দিরে।
কপাট উহাড়ি প্রেম জলে জড়ি মাতা গেল নিজ পুরে॥

হেনকালে নন্দ হইয়া আনন্দ সভা নীরেখ করিয়া।
পাত্র মহাশয় করিয়া বেদায় মন্দিরে মিলিল গিয়া॥
মন্দিরে মিলিয়া ভোজন করিয়া বঁস্যা তাম্বুল ভোজন।
নিজ পরিকর যত ছিল আর বিদায় করি সদন॥ ২০

দাস পরিচারী নিজ কর্ম সারি মিলিল নিজ সদনে।
কহে রামানন্দ নিশি ছয় দণ্ড শুতিলই রাম কান্হে॥ ৯।৯।

৯।৯।৯॥

শ্লোকঃ। রাধাং সালীগণাং তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি॥

গোবিন্দলীলামৃতম্। ২১।১

গীত॥
হেন কালে রাই ধনী চন্দ্রশালা পুরে।
দিব্য বেশ বিরলতে শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিলে॥
কনক মুকুর কান্তি শিরে পুষ্পগভা।
কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের আভা॥
ভ্রূলতা কুটিল তাতে বেনী নেত্র ডোলা।
ইন্দীবর মাঝে যেন দ্বয় ভৃঙ্গমেলা॥ ৩
শ্রবণে তাটঙ্ক গণ্ডে মকর ঝটকে।
তিলপুষ্প জিনি নাসা তাহাতে অধিকে॥
চারি বিম্বফল জিনি অধর রসাল।
মন্দ মৃদু হাস তাতে করে ঝলমল॥ ১০
গলে মতিহার পঞ্চসরি মনোহরে।
কৃষ্ণসূত্র বেণী ঝুলে পৃষ্ঠ দেশপরে॥
ভুজদ্বয় শোহে যায় বলয় বাহুটি।
সুবর্ণর মুদ্রিকা বিরাজে করাঙ্গুষ্ঠী॥
বদ্ধপট নীলবস্ত্র কটি সুবিরাজে।
ক্বণিত ক্ষুদ্র ঘন্টিকা তার পরে সাজে॥
দ্বয় পদে নূপুর পহিরিল বিনোদিনী।
রুণু ঝুণু শব্দে যেন হংস কহে বাণী॥
কাঞ্চলা উত্তরী অতি নির্মল শোভনে।
তার পরে গুঞ্জমালা হয়াছে ভূষণে॥ ২০

দর্পণ লইয়া বেশ নিরীক্ষণ করে।
কৃষ্ণ সঙ্গী উৎকণ্ঠিত বাঢ়ায় অন্তরে ॥ ১১
হেনকালে মোহন নাগর নটবরে।
সেবকে বিদায় দিয়াঁ উৎকণ্ঠ অন্তরে ॥
শয়ন মন্দিরু ধীরে করিল গমন।
মহামায়া স্মরি মনে মদনমোহন ॥
মোহন মুরলী লয়াঁ যশোদানন্দন।
নিভৃতে গমন করে হইল্য বৃন্দাবন ॥
বৃন্দা আদি সখী যত নিকুঞ্জ মন্দিরে।
কৃষ্ণচন্দ্র নিরেখিয়াঁ আনন্দ অন্তরে ॥
সব সখিগণ দেখি নন্দের ছৌয়াল।
রামানন্দ বোলে প্রিয়া সনে নাহিঁ তার ॥ ১৬ ১০

দেখি শ্যাম বীরা বৃন্দা সনে কহে বাণী।
কেমনে আসিবে বৃকভানুর নন্দিনী ॥ ১
শুনিয়া নাগর বাণী সব সখিজন।
শ্রীমতীর সনে গিয়া কৈল্য নিবেদন ॥
বিলম্ব না কর শীঘ্র গতি কর ধনী।
বিরহ অনলে দগ্ধ নাগর শিরোমণি ॥
কুসুমকাণ্ডকদনে তনু হয়াঁ খিন্ন।
জপতপ নাগর বর তোমার নিজ নাম ॥
শুনিয়া শ্রীমতী বেনী সখীর উত্তরে।
জয় ধুনী দিয়াঁ রাঈ চলে ধীরে ধীরে ॥ ২০
সব সখীগণ সঙ্গে লয়াঁ চলে ধীরে।
যেই যার উপায়ন লয়াঁ নিজ করে ॥ ৬

স্বর্ণ নীরঝরী স্বর্ণপংজরিকা শারী।
মিষ্টান্ন মালা চন্দন আদি করি ॥ ৭
লয়া গুপুতে বাহার সব সখীগণ।
পথে ইতস্ততঃ হয়া চঞ্চল নয়ন ॥ ৮
হস্তে নীলপদ্ম রাজে সুহংসগমনী।
গমন করিতে দশ দণ্ড এ রজনী ॥
নন্দীশ্বর পূর্বভাগে নিত্য বৃন্দাবনে।
পদ্মধাম কেশরী বিজয়ে নিত্য স্থানে ॥
দ্বাদশ বন লঙ্গ অঙ্গে সেখানে প্রবেশে।
সর্ব ঋতু পুষ্পফল যেস্থানে বিকাশে ॥ ১০
রত্নবেদীপরে রাজে নিকুঞ্জ আশ্রমে।
সখী পরিজন লঞা সেখানে বিশ্রামে ॥
ত্বরু দেখা কৃষ্ণমুখ পদ্মের মাধুরী।
রামানন্দ কহে হসি নবীন কিশোরী ॥ ১৩

শ্লোকঃ। তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈ র্বৃন্দয়া রাধ্যমানৌ
গানৈ র্নর্মপ্রহেলীলপনসুনয়নৈর্লাস্যরাসাদি রঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্ট্বা মাধ্বীকপাণৌ
ক্রীড়াচার্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরসৈঃ সত্ত্ববিস্তারতান্তৌ ॥ *

গোবিন্দলীলামৃতম্। ২২।১

* বহরমপুরে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠব্যতিক্রম :—

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈ র্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরণৈ র্গানরাসাদিলাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়িসহচরীবৃন্দসংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥

গীত।

সুন্দর বরণ জিয়তি নবঘন বিদ্যুজ্জিত পীতবাস।
শ্রীবিম্ব অধরে মুরলী সুন্দর তাহে মন্দ মন্দ হাস॥
শিখী পুচ্ছচূড়া করে কুলবুড়া ঘনে যেন ইন্দ্রধনু।
হৃদে বনমাল গন্ধে ভৃঙ্গকুল ইতস্ততঃ করে তনু॥
চন্দনের বিন্দু যেন পূর্ণ ইন্দু নাসে মোতীবর আর।
মকর কুণ্ডল গণ্ডে ঢল ঢল বক্ষস্থলে বনমাল॥
অঙ্গদ কঙ্কণ বাহুটি ভুষণ করে করাঙ্গুলী শোভা।
কটী কাঞ্চীদাম কিঙ্কিণী শোভণ মুনি মন করে লোভা॥
রতন নুপুর পাদে মনোহর ভুরু হেরি সখীগণে।
নীলমণি পাশে হেমমণি যেন প্রকাশ করে তেমনে॥ ১০
রাই মুখচন্দ্র নাগর নরেন্দ্র হেরি আনন্দে বিহ্বলে।
কী ক্ষীর সাগর পূর্ণ শশধর হইলেন একত্তরে॥
পদ্ম দেখি যেন ভ্রমর উন্মাদ আনন্দের নাহি সীমা।
সব সখীগণ বেষ্টিত হইয়া মধ্যে কী দিবা উপমা॥
নিকুঞ্জ কানন মধ্যে সিংহাসন রতন বেদীর পরে।
রসময়ী সনে রসময় মূর্ত্তি কী দিব উপমা তারে॥
নাহিঁক উপমা সব সখী শ্যামা সব জন মনোহর।
রায় রামানন্দ হইয়া আনন্দ আশ্রিত পদকমল॥৯।৯৯।৯।৯

সব সখীগণ হয়া আবরণ বসায়া শ্যামকিশোরী।
অশন বসন আদি আভরণ নিয়োগল যত্ন করি॥ ২০
সুপক্ক মধুর দিয়া বনফল আচমন বড়াইল।
তাম্বুল ভোজন গন্ধপুষ্প আদি দিয়া রস আরম্ভিল॥
বৃন্দা আদি যত সজনী একত্র হয়া কহে নর্মবাণী।
মদন প্রশংসা পরিহাস বিশেষ উঠায়া সব সজনী॥

ধন্ত বামদেব	ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব	মোহএ অনঙ্গ হয়াঁ।
সদন ছাড়িয়াঁ	জাতিকুল লয়াঁ	লাজরত্ন সয়াইয়াঁ॥
কেহ বলে সখী	আমার তুটি আঁখি	আমারে হইল বৈরী
ছড়ায়াঁ সদন	এ ঘোর কানন	লইল লজ্জা নিবারি।
শুন্যা বংশীধারী	অল্প হাসি করি	রতিরস কৈল রঙ্গে।
রামানন্দ বলে	সব সখীগণ	ভাসিল প্রেমতরঙ্গে॥

৬।৬।৬

রাধা বংশীধারী দ্বয় আনন্দে বাঢ়ল।
দ্বয় জন পরিহাস বাক্য আরম্ভিল॥
সব সখীগণ রত্ন বেদী চৌপাশে।
বীণার বাজা শবদে আরম্ভে গীতরসে॥ ১০

আলাপন করে পুন নিকুঞ্জ কানন।
কোকিল কণ্ঠ জিনিয়া সুস্বর বচন॥
ললিতাদি সখী রাধা কৃষ্ণগুণ যত।
গায়ন করেন হয়াঁ আনন্দিত চিত॥

জয় গোকুল নরেন্দ্র হৃদয় চন্দন।
ব্রজবাসী হৃদয় ভ্রমর পদ্মবন॥
ভুবনমোহন জয় আরতভঞ্জন।
রমণী মণি রসিক আনন্দ বর্ধণ॥

ব্রজগণ যুবতী চাতক নবঘন।
ব্রজ কিশোরী নয়ন দলিত অঞ্জন॥ ২০
এ বিধি বিবিধ লীলা করয়ে গায়নে।
রায় রামানন্দ কহে আনন্দিত মনে॥ ৮।৮।৮।৮।৮।৮।৮।৮

৮।৮।৮

শ্রীমতীরে সঙ্গে লয়্যা মদনমোহন।
মুরলীর স্বরে করে মনোহর গান ॥
তাদৃক তাদৃক সপ্ত স্বরে গান করে।
সুর নর মুনিজন মোহয়ে অন্তরে ॥

শুনিয়া শ্রীমতী মনে উৎসাহ হইয়্যা।
বীণা যন্ত্র ধরি মধুর গায়ন করিয়্যা ॥
[রবিপথ ?] উজলয়্যা সব সখীজনে।
কেহো বাএ কেহো গাএ আনন্দিত মনে ॥

মধুর স্বর কথ্যারস আস্বাদিল।
রামানন্দ বোলে সবে আনন্দে মজিল ॥ ৫।৫।৫। 	১০

সঙ্গীত আস্বাদ 	করিয়্যা প্রমোদ 	হয়্যা কিশোর কিশোরী।
সব সখী লয়্যা 	বনে বিহরিয়্যা 	নানা যত্নে পথ হেরি ॥
প্রাণ প্রিয়া কর 	ধরি বংশীধর 	মন্দ মন্দ করি গতি।
নিকুঞ্জ কাননে 	নিত্য বৃন্দাবনে 	লুটিয়্যা প্রেম সম্পত্তি ॥
দেখিয়্যা এ লীলা 	লজ্জিত হইলা 	কোটি রতি কামদেবে।
শারীশুকগণ 	নীলকণ্ঠ স্বন 	মধুর মধুর রাবে ॥
মল্লিকা মালতী 	কুন্দ যূই যাতী 	নব প্রসূন বিকাশে।
রাধা বনমালী 	সব ব্রজবালী 	হেরি মৃদু মৃদু হাসে ॥
কুমুদ কহ্লারে 	সব সরোবরে 	লাগি সুগন্ধি পবনে।
চক্রবাক হংস 	সারস বিশেষ 	করে মনোহর স্বনে ॥৫ 	২০
বৃন্দাবনে শ্যামা 	কি দিব উপমা 	চতুর্দশপুরে নাহি।
কুসুম বনরে 	সব সখীচয়ে 	আনন্দিত মনে ভায়ে ॥
পুষ্পচয় বেনি 	গাঁথিয়া সজনী 	বেনী জনা করে দিয়্যা।
দিয়্যা হুলাহুলি 	সব সখী মিলি 	কুসুম বৃষ্টি করিয়্যা ॥

হেন মতে সুখ	যত কৌতুক	কে করি তা পারে শেষ।
অন্যে অন্যে হেরি	পুষ্পযূথ করি	পূরিল শ্রীঅঙ্গ বেশ॥
সুবাসিতে মিলি	কত কত অলি	ঝংকার করয়ে রঙ্গে।
শ্রীরাধা কিশোরী	সখীগণ মিলি	বনে বিহরয়ে সঙ্গে॥
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া	উৎসুক হইয়াঁ	মিলিয়াঁ রাস মণ্ডলে।
সব সখী মিলি	হইল মণ্ডলী	কেলী কদম্বের তলে॥
তারে নিত্য রাস	বঞ্চিয়াঁ হরষ	হৃষ্ট হয়াঁ নাগরবর।
রায় রামানন্দ	হইয়াঁ আনন্দ	ভাবনা পদকমল॥ ১১।১১।

১১।১১

কল্পতরু মূলে	মহাসুখ ভোলে	মহেন্দ্রমণ্ডী মণ্ডপে।
রত্নসিংহাসনে	তাহে দ্বয় জনে	তুহুঁ দোহাঁ অনুরূপে॥ ১০
বৃন্দাবতী আদি	সব সখীগণ	পটন বেশরে সাজে।
ললিতাদি অষ্ট	সখী অষ্ট দলে	অত্যন্ত শোভা বিরাজে॥
শোভে দলে	ষোড়শ সখীজন	কী দিব উপম তাএ।
দ্বাত্রিংশ চতুর্থ	ষষ্টি শত শত	হেন অনুমত হএ॥
গোপী অনুরূপ	কান্তের স্বরূপ	হয়াঁ করে কর ধরি।
রাস রসে তাএ	বিহার করএ	মোহন মুরলি ধারী॥
হেম মণি মধ্যে	মরকত মণি	যেন পাএ দিব্য শোভা।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ	নূপুরের স্বন	ঝটক বিদ্যুত প্রভা॥
ক্ষণকে নূতন	নর্তন মোহন	সখীগণ রসে মাতি।
বীণা বংশীরবা	মুরজ পনবা	ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ঝাতি॥ ২০
ধিক্তা ধিক্তা	ধিক্তা তাতা না	রী তা না রী তা না।
ঝ ন ন ঝ ন ন	ঝঙ্কং ঝঙ্কং	ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ধিনা ধিনা॥
চালী চমক	মান তান বাদ	নানা বিধি রস রঙ্গে।
করন্তে নর্তন	যশোদা নন্দন	শ্রম ভেল সব অঙ্গে॥

করি ধীরে ধীরে	আলাপ মধুর	ধীরে চলায়াঁ পয়র।
ধ্রুবপদ গান	মুখে আলাপন	গোপিকা নব কিশোরী ॥
নৃত্য গীত গান	স্বরে স্বেদোদ্‌গম	সকলি গোপিকা মুখে।
কর ধরাধরি	গোপী বংশী ধারী	বিশ্রাম করিল সুখে ॥
কে পুষ্প ব্যজন	ঢালে ঘন ঘন	খদি আলট চামরে।
কে বা অঙ্গ পোছি	শ্রীঅঙ্গ নীউঁছি	হাসি মন্দ মন্দ স্বরে ॥
মন্দ মন্দ হাসি	পীযূষ বরষী	রত্ন সিংহাসনে বিজে।
রামানন্দ কহে	মধুপানা বেশ	গোপিনী সমানে…॥১২।

১২।১২

করে কর ধরাধরী হয়াঁ গোপিগণ।
বন বেহার করিয়াঁ আনন্দিত মনে ॥ ১০
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলি শ্রীরাধা কিশোর।
বিগত লজ্জায়ে নাহিক আনন্দের ওর ॥
নিকুঞ্জের অষ্টদিকে অষ্ট উপকূর্মে।
মধুপানাবেশ হয়াঁ মঞ্জরী সমানে ॥
সুরবালা লনী রাই কুসুম শয়নে।
সব সখী নিয়োজিত যেই যার স্থানে ॥

শ্লোক পূর্বস্যাং ললিতাদেবী মৌশান্যাং শ্যামলাং তথা।
উত্তরস্যাং তথা ধন্যাং বায়ব্যাঞ্চ বিশাখিকাম্ ॥
বারুণ্যাঞ্চ তথা শৈব্যাং নৈঋর্ত্যাং পদ্মনায়িকাম্।
ভদ্রাং দিশি দক্ষিণস্যাং আগ্নেয়্যাং দিশি ককুৎস্থাম্ ॥
কর্ণিকারে মহাদেবীং রাধিকাং কমলেক্ষণাম্।
পূজয়েদুপচারৈঃ সুষোড়শৈঃ ভক্তিতৎপরঃ ॥

কুসুম শয়িতে শ্যাম রাই বিনোদিনী।
নানা কউতুকে লীলা করে ভাব ঘেনি ॥
কৃষ্ণ বলিয়াছে শুন প্রাণ প্রিয়েশ্বরী।
কী অপূর্ব শোভা ছএ এ ঘোর শর্বরী ॥
রজনীকরে শোভিত দিশে তারাগণ।
কী অপূর্ব ঝলমল করে বৃন্দাবন ॥
কহিয়া কৌতুক বাণী শ্রীনন্দনন্দন।
নীবিবন্ধ শ্লথ করি করে বিমোচন ॥
বিনোদিনী সঙ্গে শ্যাম বিনোদ বচন।
বেনী অঙ্গু পরস্পরে উভারি বসন ॥
কামদেব লীলা তবে বঙ্কিত হোইলা।
নীল পীত দ্বয় তনু এক অঙ্গ হৈলা ॥ ১০
বেনী অঙ্গ বারম্বার প্রবন্ধ করিতে।
শ্লথ হৈল কবরী কুসুমমালা গাত্রে ॥
সুরতী উদ্ধত রসে দুহুঁ সুনিপুণা।
বেনী জন বিশেষে কন্দর্প রতি কীণা ॥
তিল মাত্র দ্বয়তনু হয়ঁ যে খণ্ডিত।
কে জানিতে পারে যে বচনে অকথিত ॥
ললিতাদি সখী যত মঞ্জরী সহিতে।
অনঙ্গ উন্মাদ হৈল সব সখী রুতে ॥
নিবারিয়া রতিরস সলজ্জিত মনে।
আচ্ছাদিল বস্ত্র রামানন্দ কহে গানে ॥ ১৪।১৪।১৪।১৪।
১৪।১৪ ২০

কামকেলীপুরু সর্বে বাহির হইয়াঁ।
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরি সবে বেহার করিয়াঁ ॥

কামসিন্ধুতরঙ্গিণী সুকান্তি উজ্জ্বল।
হেম মরকত তনু দিশে ঢলমল॥
শ্রমভরে কন্ধে সে যে আশ্রয় করিয়া।
কালিন্দীর তীরে শুভে প্রবেশিল গিয়াঁ॥
নির্মল শীতল হেরি কালিন্দীর জল।
অবগাহ করা্যা সবে হয়াঁ কুতুহল॥
কৃষ্ণমত করিবর গোপিকা হস্তিনী।
ভুজে ভুজ ছন্দা ছন্দি সকলি গোপিনী॥
সব কালে চন্দ্র সনে যেন তারাগণ।
তমাল বেঢ়িয়াঁ স্বর্ণলতা শোভাবন॥
জলক্রীড়া রসে পুলকিত তনু সাজে।
প্রাণেশ্বরী করে লয়াঁ হইল দাহী যে॥ ১০

বেশবাসে কৃষ্ণ গোপী শ্রীঅঙ্গ সাজিল।
কনক বেদীর উপরে সকলি মেলিল॥
কেহ কারো পরস্পরে হেরিতে বদন।
ভুজে অগ্রসর দিয়া করে নিরীক্ষণ॥
হেনকালে বৃন্দা লয়াঁ সেবা উপচার।
মিষ্টান্ন পক্বান্ন সরফুলি কন্দসার॥
পরিপক্ব ফল যত বৃন্দাবনের মাঝে।
ভোজন করিল কৃষ্ণ গোপিনী সমাজে॥
আচমন করা্যা ভুঞ্জাইল নাগবল্লী।
শেষে ভুক্ত কৈল্য রাধা সব সখী মিলি॥ ২০

রায় রামানন্দ কহে পরম আনন্দে।
বিহার করয়ে দ্বয় সবসখী মাঝে॥

করিয়া আঞ্চমন সব সখীগণ হাস্য রস পরিহাসে।
স্নেহভরে রাধা কৃষ্ণমুখসুধা পান করে অবা রসে॥
মন্দ মন্দ হয়াঁ সাজিল বিড়িয়াঁ ললিতাদি সখী সনে।
রাই বিনোদিনী নিয়োগিল আনি নাগর রায় বদন॥
চন্দন কর্পূর যত অঙ্গ পুর করাইল সব গোপিনী।
মালতীর মাল অঙ্গে নিয়োজিল ঝারি ভরি বাস পাণি॥
পাত্রদ্‌গ্রহং আদি রাখিয়াঁ সম্পাদি প্রেমসেবা নিবারিয়াঁ।
সন্তুষ্ট মানসে কুঞ্জ চৌপাশে পহুড়িল সখী গিয়াঁ॥
কুসুম শয্যারে মিলি দুহুজনে আলসে করে শয়ন।
পয়রে পয়র অধরে অধর ভীড়ে ভীড়ি আলিঙ্গন॥
বারম্বার প্রেম অতি নিরুপম ভাসিল প্রেমতরঙ্গে।
চতুষষ্টি দণ্ড হৈলাক শেষ পোয়াইল কুঞ্জে রঙ্গে॥ ১
দণ্ড চতুর্বিংশ বেলারে প্রবেশ নানারঙ্গে রসকেলি।
কি কহিব তার উপমা নাহিক রামানন্দ রসে ভালি॥ ৭
৭॥ ৭॥ ৭॥ ৭

শব্দসূচী

(শব্দের সঙ্গে যে দুইটি সংখ্যা আছে, তাহার প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি চরণ বুঝাইতেছে, যেমন ৩৫।২৪ অর্থে ৩৫ পৃষ্ঠার ২৪ চরণ।)

অটালি (৩৫।২৪) বা **অট্টালি**—রাজপ্রাসাদ, প্রস্তর বা ইষ্টকাদি নির্মিত প্রাসাদ।
'রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া।'
দালান অর্থে।
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, দশম পরিচ্ছেদ।

অটে (৩২।২) —ভূধাতুবাচক ; হয়।

অতিদান (২৭।২৪) —দানাতিশয্য, শক্তির বহির্ভূত দান। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে ইহার পারিভাষিক অর্থও আছে।

অধর্যত (৩৪।২০) —'অধৌযিয়া' উড়িয়া রূপ।

অভিমন্যু (১৪।৭) —আয়ানের প্রকৃত শুদ্ধ নাম।
অভিমন্যু<অহিমন্ন<আইহন<আয়ান।
'জয় জয় যাবট-ঘাট অভিমন্যালয়।
সখীসঙ্গে রাই যাঁহা সদা বিরাজয়॥'
(নরোত্তমদাসের নামসংকীর্তন) শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে অভিমন্যু শব্দ শুধু সংস্কৃত শ্লোকেই প্রচলিত, উক্ত কাব্যের বাংলা অংশে 'আইহনে'রই উল্লেখ আছে।

অর্জুন (৫।২) -দ্বাদশ গোপালের এক জন। অন্যান্য গোপালের নাম—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, মহাবাহু, সুবাহু, লবঙ্গ, মধুমঙ্গল, প্রবাল।

অলিন্দ (৩৬।১৫) —দ্বারের সম্মুখস্থ চাতাল বা বারান্দাকে অলিন্দ বলে।

অবশ্য (২১।১৮) —যে বশ্য নহে।

অবশেষাত্মন (৪০।৭) —তৃপ্ত।

অব্ধি (২৩।৩) —সমুদ্র।

অস্তে (১৩।১০) —আস্তে, ধীরে ; বা অন্তর্ধান।

অক্ষত (৩০।২) —আশীর্বাদের চাউল ; পূজা ও বৈদিক কর্মে ব্যবহৃত অভিমন্ত্রিত আতপ তণ্ডুল।

আদিকন্দ (৪।২০) —আদিপুরুষ।

আভোগ (২১।১৭) —পূর্ণতা, বিস্তার।

আলট (১৬।২৪,২২।১১, ৩২।১৫,৫১।৫) —রাজা ও দেবতার সেবায় ব্যবহৃত ঝালর দেওয়া বড় পাখা।

আলসিতে (১।১,৪।৬,৯।১৩)—বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তি দূর করা। 'জগি বৈঠল অলসাই।' (উদ্ধবদাস),

আশ্বাসনা (৪০।২০) —'স্নেহপ্রদর্শন,' 'কোমল ব্যবহার।' (উড়িয়া পূর্ণচন্দ্র ভাষাকোষ)

উছুরিত (১।২) —অতি উচ্চ, উদ্বেল। 'শব্দ শুভে উছুরিত যেসনে জীমূত গর্জিত।' জগন্নাথদাসের ভাগবত।

উছুলিলে (১৮।৬,২৩।২২) -পূর্ণ হইল।

উজ্জ্বল (৫।২) —ব্রজগোপালদের একজন।

উৎকণ্ঠ (৪৫।২) —উৎকণ্ঠা, বা উৎকণ্ঠিত।

উদয় সম্পত্তি (২৬।১২) —উন্নতির কারণ ; অভ্যুদয়রূপ সম্পত্তি।

উদ্দণ্ড (২০।১৯) —উদ্‌গ্রীব।

উপচারী (২৯।১২) —অনুষ্ঠান করিয়া ; 'স্তুতি উপচারি' - স্তুতি-রূপ পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়া।

উপদার (১৫।১৩) —উপদা = উপঢৌকন, উৎকোচ।

উপযান (৩।৩) —প্রাপ্তি ; কাছ দিয়া যাওয়া।

উপায়ন (৪৫।২২) —উপহার।

উভরি (১৩।১৪) —আবরণ, গাত্রবাস।

উভারি (৫২।৯) —উঠাইয়া, অপসৃত করিয়া।

উভারিলে (১৮।৫) —দাঁড়াইল, উঠিল।

'গগনে যেহ্নে মেঘপন্তি।
উভারি পুণ লীন হোন্তি॥' জগন্নাথ দাসের ভাগবত।

উলখেন (১০।১৭) —উলখ = রাজচিহ্নবিশেষ (পূর্ণচন্দ্র) ; সারলাদাসের উড়িয়া মহাভারতের বিরাট-পর্বে ইহার প্রয়োগ আছে।

উশন্ত (২৮।১) —উশন্তী = অমঙ্গল, অভিশাপ ;
উষ = রোগযুক্ত হওয়া।
কৃষ্ণ জিতিলেন বলিয়া রাধা তাঁহাকে গালি দলেন, আবার কৃষ্ণ 'রুগ্ন' অর্থাৎ ভাব-বিহ্বল হইলেন, এমনও হইতে পারে।

উহাড়ি (৪৩।১৬) —আড়াল করিয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে 'উঘাড়ি' পদের

প্রয়োগ আছে—

রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি ॥

উররু (২।১।১০) —বক্ষঃ হইতে।

এ আদি এ পরি (২১। ৮) —এই হইতে এ পর্যন্ত। সর্বাঙ্গে।

এ কবি ভাষা (২৯।১৫) —কবি এইরূপ বলেন।

ওতোয়ল (৮।৪) —ওতায়ল = লুকাইল। 'ওত' মৈথিলীতে 'আড়াল' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ওতে ওতায়ল ঘুম-বিয়াজ' (পদকল্পতরু, চতুর্থ খণ্ড, ২৮৯৪ পদ)।

ককৃখটী (৩।১) —'ককৃখ' ধাতু অর্থে হাসা। 'বানরী বিশেষের নাম' (পদকল্পতরু)। 'ককৃখটী উঠায় তান কি করহ রাধা কান তুরিতহি করব পয়ান।' (রায়শেখর)

কখ্যারস (৪৯।৯) —কটিবন্ধ বা শৃঙ্গার রস।

কঞ্চিত (২৩।৬) —কুঞ্চিত, বক্র।

কতুরী (৩১।১১) —এক প্রকার বাণ; কাঁচি। সারলাদাসকৃত উড়িয়া মহাভারতে বাণবিশেষের অর্থে প্রয়োগ আছে।

কনকবসানি (১০।৮) —সোনা বসানো।

কন্দ (৪৩।১) —গুড় দিয়া তৈরি খাবার।

কলাকর (২।১২) —চন্দ্র।

কলি (৪০।৬) —সংখ্যা বা পরিমাণ করিতে।

কাছ (৩২।১) —ক্ষুদ্র পাতলা রঙ্গীন পরিধান বস্ত্র

চূত পল্লব শিখিপুচ্ছ,
কটীরে নীল পীত কাছ।'
—জগন্নাথ দাসের ভাগবত।

কাছিয়া (১৭।১৫) —সুন্দর রূপে দেহে জড়াইয়া।

কাদম্বে (২।২) —কদম্ববৃক্ষ সমূহে।

কীণা (৫২।১৪) —অঙ্কিতা।

কীর (২।৭) —শুকপাখি।

কীরসারি (২।২) —শুকসারী।

কীর্তিদা (৩৪।৯) —'শ্রীরাধার মাতার নাম' (পদকল্পতরু)। 'কীর্তিদা সমান হেন আমারে জানিবা তেন।' (কবিশেখর)

(৬।২১) —কৌতুক করিল।

কুথ্য (২২।১৪) —কুত্র > কুথ্য > কোথা।

কুলবুড়া (৪৭।৩) —কুলনাশন, কুলভ্রষ্ট। বুড়া = ডুবাইয়া দেওয়া।

কোকিল (৫।২) —ব্রজগোপালদের একজন।

খদিপখা (১৬।২৪) —চামর ও পাখার মত এক প্রকার পাট বস্ত্র, দেবসেবায় প্রধানতঃ ব্যবহার হয়।

খংজনক (৩৬।৮) —খঞ্জন পক্ষীর মত সুন্দর। স্বার্থে ক।

খণ্ড (৪১।৯) —গুড় জ্বাল দিয়া প্রস্তুত খাবার।

খীর (৩৩।১১) —উড়িষ্যার গড়জাতে ও গঞ্জামে দুধের প্রচলিত নাম।

খেলাহল (২।২) —'খেলাইল' অর্থে।

গড়ুপাত্রী (৩০।১৮) —ব্রাহ্মণদের পূজার এক প্রধান উপকরণ—জলের জন্য ঝারি, ও ঝারি হইতে

জল ঢালিয়া সংকল্পাদি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পাত্র।

গুঞ্জুরা (১৭।১৭) —'কাঁইচা বীজের মালা।' অথবা পোকা বিশেষ, যাহা কিনা বর্ষার দিনে হয়; ছেলেমেয়েরা ইহা ধরিয়া খেলা করে, কপালে টীপ পরে; এখনও উড়িষ্যার গড়জাতে খুব প্রচলিত।
'মণিগুঞ্জরা শিরে ধরি।
গাঈন্ত পছে বনচারী।'—জগন্নাথদাসের ভাগবত।

গোচিন্দ্রয়া চন্দ্র (৬।১৯) —গোচন্দনা দ্বারা চন্দ্রশ্রীমুখ বা শ্রীমুখচন্দ্রের শোভা বর্ধন করে, এই অর্থে। গোরোচনার অন্য নাম গোচন্দনা। 'চন্দ্র' পরবর্তী শব্দ 'শ্রীমুখমণ্ডস্তে'র সহিত সঙ্গত।

গোটিকা (১৫।১০) —মিষ্টান্ন বিশেষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা ১৫শ পঃ—'অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল।'

চতুঃষষ্টিবন্ধ (২৪।২০) —চতুঃষষ্টি সংখ্যক সুরতক্রীড়ার প্রকার। রসবিবৃতিরও চতুঃষষ্টি প্রকার; ইহাদের তালিকা মুর্শিদাবাদ রাধারমণযন্ত্রে মুদ্রিত পদামৃতসমুদ্রের শেষভাগে (পৃঃ ১৷০ ও ১৷৵০) দেওয়া হইয়াছে।

চন্দ্রাবল্লী (২২।৪) —শ্রীরাধার নামান্তর। (পদকল্পতরু)

চারি (৪৪।৯) —চারু।

চারি সৌভাগ্য (৩০।১১) —চতুর্বর্গফল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

চালীচমক (৫০।২৩) —'চল' অর্থে নৃত্যকালীন অঙ্গভঙ্গিবিশেষ—ইসারায় কাছে আসিতে বলা। 'চমক-দার চল বা গতিভঙ্গী।'

চুএ (৩৮।২৩) —ঝরে, ক্ষরে।

ছন্দনি (১১।২০) —গোরু বাঁধার দড়ি।

ছড়ায়ঁা (৪৮।৪) —ছাড়াইয়া।

ছৈল (৩২।২১) —সুন্দর, কান্তিমান। 'ছবিল উৎকল'।

জগতী (৪১।১৮) —সংসার।

জাগিতে (২২।২) —পাহারা দিবার জন্য।

জুড়াল (১৭।১৬) —যাহা জুড়ায় বা শান্ত করে; বিশেষণ।

ঝটক (৫০।১৮) —সবল আকর্ষণ। 'ঝোটকা।' বিদ্যুতের মত দ্রুতবেগে কিঙ্কিণী কঙ্কন নূপুরের শব্দে মন হরণ করিয়া নেয়।

ঝাঁতি (৫০।২০) —চট্ করিয়া, অতি শীঘ্র।

ঝালাঝাট (৩০।১০) —ঝালী = ঝারী, জলপাত্রবিশেষ।

ঝুরে (৩৮।১০) —শোকপ্রকাশ করে।

ডলমল (১০।৬) —ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

তাটঙ্ক (৪৪।৭) —তাটক, কানফুল, কানের গয়না।

তাড়ে (২৫।২২) —তাড়না করে।

তমাদি (৩৭।১২) —তমঃ আদি।

দর (২৪।১৭) —ঈষৎ, লঘু।

(৬।৫) —দেবতা; 'কানন-দেবতী বৃন্দা সখী তথি।' (কবিশেখর)

ধনিষ্ঠ (৪০।৪) —দুধ দিয়া ধনে জ্বাল দিয়া একপ্রকার খাদ্য

প্রস্তুত হয়, পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্রের নিকট জানিলাম। ধনিষ্ঠ = গুরুপাক। (পূর্ণচন্দ্র)।

নাগবল্লী (১৭।৩, ৫৩।১৯) —পান।

নানাদি (৪১।১০) —নানাপ্রকার; ব্যাকরণসম্মত না হইলেও উড়িয়া ভাষায় চলিত রূপ।

নিঅলসে (২।১৬) —নিরলস, আলস্যশূন্য।

নিউছিয়াঁ (৩৬।১৬, ৩৬।২৩)—দীপ হেলাইয়া বা থালায় মহাপ্রসাদ দিয়া অভ্যাগিতকে স্বাগত অভিনন্দন বা আশীর্বাদ-প্রণামাদি করা।

নিয়োজন (৩৭।২) —নিযুক্ত করা।

নিরোলী (২৯।২২) —একান্তে।

নির্ব্বৃত্তি (২৪।১৪) —সুখ।

নিবড়িল (৩০।১৬) —নির্বাহ করিল।

নীখ (১।১৩) —সুন্দর। রাধামোহনের পদে আছে 'নন্দ-নন্দন নীকে নাগর।' নীখবিহান = সুন্দর প্রাতঃকাল, সুপ্রভাত।

পরিচারী (২৫।৭) —যে পরিচর্যা বা সেবা করে।

পরিচারে (৬।২২) —যে পরিচর্যা করে।

পরিছন্দ (২৪।২০) —সমাপ্তি বা অধ্যায়।

পহরিল (৩।৭) —পহিরল = পরিল, পরিধান করিল।

পহুরিয়া (২৪।১৪) —সাঁতার কাটিল।

পহুড়িল (১৬।২৩, ৫৪।৮) —শয়ন করিল।

পহুরিল (২১।১৫) —পরাইল।

পশ্য (২৮।৩) —প্রবেশ করিল।

পাখের সাখানি (১৪।৪) —সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ; 'পাকেরে বাখানি' শুদ্ধ পাঠ হইতে পারে।

পাত্রদ্গ্রহং (৫৪।৭) —? পাত্রাদ্ গ্রহং—পাত্র হইতে গ্রহণ করিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে। উড়িয়ায় ইহার নাম 'অগুরা' বা 'উগুরা'।

পাহিল (২।৯) —প্রভাত হইল।

পীতকরী (২৭।১৭) —হাতির দাঁতের তৈয়ারি পাশা, যাহা কিনা বেশি খেলায় হলদে রং-এর হইয়া গিয়াছে।

পুষ্পগভা (৪৪।৩) —ফুলের খোপা।

পেলাইল (২৭।২৩) —ফেলাইল বা ফেলিল। 'প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন পেলাইয়া'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

পেসীল (৪২।২১) —পাঠাইল।

প্রণীটে (১৪।৫) —প্রস্তুত হইল।

প্রোছন (৩৭।৬) —মোছা।

ফিঙ্গি (২৮।১৪) —ক্ষিপ্ অর্থে।

ফুক্কারয়ে (২।৯) —ফুৎকারয়ে; ফুকারয়ে, উচ্চশব্দে ডাকে।

ফেড়ি (৬।১৪, ১২।২২) —ফেরি, ফিরাইয়া।

ব (৬।৪) —বাক্যালঙ্কারে।

বইলে (৩।৪) —বসিল, বলিল।

বখানি (১৫।৪) —স্তব করিয়া।

বঢ়ায়্যা (১২।১৯) —নির্বাহ করিয়া, সঙ্গে করিয়া।

বন (১৫।১৩) —জল।

বরত্তয়ে (২৩।৯) —থাকে, বেড়ায়।

বসন্ত (৫।২) —ব্রজের গোপবালকদের একজন।

বারিত (১।৫) —চিনিতে পারা।

বাসাইয়াঁ (৩৬।১৫, ৩৯।৪, ৪৭।১৯) —বসাইয়াছিল।

(১৭।১৯) —বাজু।

বাহুড়াবিজএ (৩৫।২) —ফিরিয়া আসেন। জগন্নাথদেবের উলটা-রথের নাম 'বাহুড়া যাত্রা'।

বিগুণী (১৫।১১) —অস্থির।

বিজএ (২১।৫) —বিদায় শব্দ অমঙ্গলজনক বলিয়া তাহার পরিবর্তে উড়িয়ায় 'বিজয়' বসে। বিজে (১৩।১৭, ২৯।৬, ৩১।২, ৫১।৭) তুলনীয়।

বিঞ্চে (৩২।১৬) —বীজন করে।

বিঞ্চিত (৩৪।১৪) —? বিচ্ছিত্তি, স্ত্রীজনশোভন কেশরচনা, অঙ্গরাগাদি।

বিক্রম (২৩।১৭) —রক্তপ্রবাল, পলা,

'অধর বিক্রম-দ্যুতি তাম্বুলরাগ তথি
নাশায় মাণিকমনোহর।'—
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

বিভঙ্গ (২৫।২১) —বিয়োগ।

বীড়ী (২০।৭, ৩৪।৭) —পানের খিলি।

বেনী (১২।২, ১৩।১৩, ২৬।১৩, ৩৬।৫, ৩৬।১৫) —দুই।

বেশর (১০।৪) —নাসিকার অলঙ্কার বিশেষ।

ভীড়ি (৫৪।১০) —ঘনাইয়া, সম্মিলিত হইয়া।

মঙ্গলমহুরী (৩৫।৮, ৩২।১১) —মঙ্গলজনক মহুরী নামক বাদ্যযন্ত্র।

মধুমঙ্গল (৫।২) —ব্রজগোপালদের একজন।
মলয়জ (১৭।২১) —মলয়পর্বতজাত চন্দন।
মাতল (১৭।১৬) —মাতিল, মত্ত।
মুদা (১০।৮) —মুদ্রা, আঙ্গুরী।
মৃগমদাংশুক (৩৪।১৫) —মৃগমদ=মৃগনাভি, কস্তুরী।
মোড়বন্ধ (৬।১৩) —গা মোড়ামুড়ি দেওয়া।
যূথ যূথ (১৯।১৯) —দলে দলে। সাধারণতঃ পশুপক্ষীর দলকেই বুঝায়।
রঙ্গবাসফের (৩২।৪) —রঙ্গ=সুন্দর বর্ণযুক্ত।
রুতা (১৪।১৪) —ঋতা, ঋতুমতী।
রূপবল্লী (৪১।১৬) —রূপলতা।
লগ্নোদয় (২।১১) —শুভশংসী উদয়।
লনী (৩৪।৯) —নবনীত।
লুলইছে (১০।৬) —দুলিতেছে।
লেখাছি (১।২) —লিখিয়াছে।
শরপুলী (৩৪।৯) —এক প্রকার পিঠা, ঘিয়ে গোধূম ভাজিয়া প্রস্তুত। 'সরামৃত সরভাজা আর সরপুলি'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪ পৃঃ।
শরদবদরে (১২।৪) —শরৎকালের মেঘ।
শাণ (৩।১৭) —শাণযন্ত্রে দিলে উজ্জ্বল বা লঘুগতি হয়।
শীখারিণী (১৫।৯, ১৬।১৫) —ঘন দধি, শর্করা ইত্যাদি দ্রব্যযোগে প্রস্তুত পানীয়। 'দধি দুগ্ধ দধিচক্র রসালা শিখরিণী।' —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪ পরিচ্ছেদ।
শীন্দুফুল (১০।৪) —সিন্দুফুল, মুক্তা।

শোভাবন (৫৩।৮) —সৌন্দর্য।

শ্যামা (৪৭।১৭, ৪৯।২১) —শ্যামবর্ণা, রাধার প্রিয়সখী বিশেষের নাম।

শ্রীখণ্ডী (৩৯।৬) —শ্রীখণ্ড-চন্দন কাষ্ঠ।

সম্পুট (৩।১৬) —কৌটা, ডিবা।

সম্ভাষীত (৩৬।৩) —সম্বোধিত ?

সাস্তলিয়া (৬।১৬) —পদকল্পতরুতে 'সাতায়লি' = সান্ত্বনা করিল।

স্তোককৃষ্ণ (৬।৮) —কৃষ্ণের অন্যতম সঙ্গী ; স্তোক = তোক = 'টোকা' (উড়িষ্যায়, ছোটছেলে)।

হজিতে (২৮।৫) —হারাইয়া যাওয়া।

হয়গ্রীব (৪।২১) —শালগ্রাম মূর্তিবিশেষ ; নৃসিংহাবতার।

হরিবল (৩১।২১) —হরি ও বলরাম।